# ঋণং কৃত্বা

# ঋণং কৃত্বা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী



রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৪২
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৭

মূল্য এক টাকা
[illegible]

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫০০—১. ১০. ৪০

সর্ব্বগুণাধার

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে

—গ্রন্থকার

## নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ

### পুরুষ

স্বরদাসবাবু—জনৈক ধনাঢ্য বৃদ্ধ

সনৎকুমার—ঋণ-শোধের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও ছদ্মবেশী সঙ্গীত-শিক্ষক

ললিতকুমার—তরুণ কবি

হর্ষনাথ—উকিল

লোকেন—হর্ষনাথের বন্ধু

চন্দ্রনাথ—লোকেনের শ্যালক

মেজর গুপ্ত—ডাক্তার

ভজুয়া—সনৎকুমারের ভৃত্য

রামচরণ—হর্ষনাথের ভৃত্য

### স্ত্রী

মঞ্জরী—স্বরদাসের নাতনী

মণিকা—মঞ্জরীর বন্ধু

পুঁটি—মঞ্জরীর ঝি

পুনর্ণবা—স্ত্রীবেশী চন্দ্রনাথ

ঋণ-শোধের স্কুলের ছাত্রগণ, পাওনাদারগণ, ভাড়াটিয়া শ্রোতাগণ ইত্যাদি

স্থান—কলিকাতা

সময়—বর্ত্তমান

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

প্রাতঃকাল। সনৎকুমারের বৈঠকখানা। ভজুয়া নামক ভৃত্য চেয়ার টেবিল সাজাইয়া রাখিতেছে। গৃহের এক পাশে একটি কাকাতুয়া। একে একে পাওনাদারগণের প্রবেশ; ব্যক্তির নামের পরিবর্তে দ্রব্যের নামে তাহারা উল্লিখিত হইল।

চাল। কি গো ভজুয়া, মাসের পর মাস তো বস্তা বস্তা চাল নিয়ে আসছ, কিন্তু খাতাটা একবার দেখেছ? পঁচাত্তর টাকার ওপর যে হ'য়ে গেল। বাবু আছে?

ভজুয়া। বাবু তো বরাবরই আছে, নাই কেবল টাকা।

ডাল। আমারও অনেক বাকি পড়েছে; বাবুকে খবর দাও, বলগে, ডালের দরুন লোক এসেছে, আজ টাকা চাইই।

ভজুয়া। চাইলেই যদি টাকা পাওয়া যেত, তা হ'লে আর ভাবনা থাকত না। আরও দু চার দিন চাইতে হবে।

দুধ। আমার দুধের পাওনার কি হবে গো?

ভজুয়া। তোমার তো দু দফা পাওনা।

দুধ। দু দফা কি রকম?

ভজুয়া। দুধের আর জলের।

দুধ। দেখ, সকালবেলাতেই মিথ্যে কথা ব'ল না। জল আমি দিই না।

ভজুয়া। জল না দিলে দুধে ওই যে কি মিনসিপ্যালির ওষুধ বলে, তার গন্ধ করে কেন? এবার ধরা পড়েছ, ঘোষ মশাই। সকলের সামনে কেন বকুনি খাবে, এখন স'রে পড়।

দুধ। নাঃ, এই মিন্‌সিপ্যালি সর্ব্বনাশ করলে। কাউকে আর ক'রে খেতে দেবে না।

প্রস্থান

কাপড়। কিন্তু আমি আজ বাবুর সঙ্গে দেখা করবই।

ভজুয়া। আজ্ঞে, আপনি বসুন।

চাল, ডাল। আমরাও দেখা করব।

ভজুয়া। আজ্ঞে, সেটি হবে নি।

চাল, ডাল। কেন ?

ভজুয়া। একশো টাকার কম বাকি হ'লে বাবু দেখা করেন না।

চাল। তবে দেখা হবে কি উপায়ে ?

ভজুয়া। উপায় অতি সহজ। আর কিছু বাকি দিয়ে একশো টাকা পুরিয়ে দেন।

ডাল। নাঃ, বড়লোকের মেজাজ, অল্প টাকার ধার, বেশি তাগাদা করলে হয়তো চ'টে যাবে। চল হে, যাই। কেবল সময় নষ্ট।

ভজুয়া। আজ্ঞে, ঠিক বুঝেছেন। টাকা আর সময় দুটো নষ্ট করা কাজের কথা নয়। দেখুন, মণ খানেক চাল আর আধ মণ-টাক ডাল পাঠিয়ে দেবেন।

চাল, ডালের প্রস্থান

কাপড়। দেখ হে, মাসের প্রথমে এলে তো পাওয়া যাবে ?

ভজুয়া। তা যাবে। কিন্তু মাস তো এক রকম নয়; বাংলা মাস, ইংরেজী মাস, মুসলমানী মাস; কোন্‌টার প্রথম, আগে জানা দরকার।

কাপড়। আচ্ছা, একবার বাবুকে খবর দাও না।

ভজুয়া। আচ্ছা, দাঁড়ান আমি দেখছি।

ভজুয়ার প্রস্থান

কাপড়। অনেক দিন এ বাড়িতে কাপড়-চোপড় দিচ্ছি। কর্ত্তা বেঁচে থাকতে এমন অবস্থা ছিল না। এখন অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে ব'লে তো 'না' করতে পারি না। শুনছি, সুরদাসবাবুর নাতনী মঞ্জরীর সঙ্গে বাবুর বিয়ে হবে, তা হ'লেই আবার অবস্থা ভাল হবে ; টাকাকড়িও পাব নিশ্চয়।

সনৎকুমার ও ভজুয়ার প্রবেশ

সনৎ। এই যে এসেছ, ভালই হয়েছে। দেখ, থানকয়েক ভাল শাড়ি পাঠিয়ে দিও তো। আমার পছন্দমত বেছে দুখানা রাখব।

কাপড়। আজ্ঞে দামটা—

সনৎ। লিখে রেখ। সেসব ঠিক হয়ে যাবে।

কাপড়। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান

সনৎ। ভজুয়া, আরও দু এক জন পাওনাদারের আসবার কথা আছে, ঠিক ক'রে সব সামলাস। আমি পাশের ঘরেই আছি।

প্রস্থান

ভজুয়া। সেই সকাল থেকে একই কথা কত জনকে বলব! মুখ ব্যথা হয়ে গেল। কাকাতুয়াটাকে শেখাতে পারা যায় কি না, দেখা যাক।

কাকাতুয়ার প্রতি

পড় বাচ্চু, পড়,—আজকে যাও, কালকে এস। পড়, আজকে বাবু বাড়িতে নেই।—রাধাকৃষ্ণ নামের চেয়ে এসব কথা দরকারী। ও বাবা, এ যে ঠোকরাতে আসে! আরে মল যা! হয়েছিস পাখী, ধারের মাহাত্ম্য কি বুঝবি! পোতেস

আমাদের মত মানবজনম, আবাদ করলে সোনা ফলত! নাঃ, ওকেই শেখাতে হবে।

জনৈক স্যাকরার প্রবেশ

স্যাকরা। কি হে, এক মাসের মধ্যে টাকা দেবে ব'লে তারপর থেকে যে আর দেখাই নেই? জিনিষ তৈরি করানোর সময় তো—

ভজুয়া। (রাগত স্বরে) চুপ। পাশের ঘরে বাবু রয়েছে, এখানে গোলমাল ক'র না। আমি ওবেলা যাব 'খন, এখন যাও।

স্যাকরার প্রস্থান

আর এক দিক দিয়া সনতের প্রবেশ

সনৎ। ভজুয়া, ও লোকটা স্যাকরা নয়? আমি তো ধারে গয়না গড়াই নি!

ভজুয়া। এজ্ঞে, আমার ধার।

সনৎ। তুইও ধার সুরু করেছিস!

ভজুয়া। এজ্ঞে, এক বাড়িতে দু রকম নিয়মটা ভাল দেখায় না।

সনৎ। হুঁ। কি গড়িয়েছিস?

ভজুয়া। নথ।

সনৎ। কিসের জন্যে?

ভজুয়া। এজ্ঞে, নাকের জন্যে।

সনৎ। নথ যে নাকের জন্যে এবং সে নাক যে মানুষের, তা জানি।

ভজুয়া। এজ্ঞে না, জান না।

সনৎ। কি জানি না?

ভজুয়া। সে নাক মানুষের নয়।

সনৎ। তবে কি মোষের?

ভজুয়া। না, মেয়েমানুষের।

সনৎ। কে সে? পুঁটি বুঝি? আমি মঞ্জরীকে সব কথা ব'লে দোব, পুঁটিকে যেন সাবধান ক'রে দেয়। তুই কি শেষে ওকে বিয়ে করবি নাকি?

ভজুয়া। এজ্ঞে, এক বাড়িতে দু রকম নিয়ম কি ভাল দেখাবে?

সনৎ। এই যে ললিত, এস। আচ্ছা, তুই যা।

ভজুয়া। যে আজ্ঞে।

ভজুয়ার প্রস্থান

ললিতের প্রবেশ

সনৎ। তারপরে যুধিষ্ঠিরের রথ, তোমার খবর কি?

ললিত। যুধিষ্ঠিরের রথ কি রকম?

সনৎ। যুধিষ্ঠিরের রথ যেমন মাটি স্পর্শ না ক'রে কিছু ওপর দিয়ে চলত, তোমরা সাহিত্যিকেরাও যে তেমনই।

ললিত। আমি যদি যুধিষ্ঠিরের রথ হই, তবে তোমার মত বস্তুতান্ত্রিক— কর্ণের রথ, যার চাকা গ্রাস করেছে ধরিত্রী।

সনৎ। শুধু ধরিত্রী নয়, তার সঙ্গে পাওনাদারও আছে।

ললিত। সত্যি, তোমার ঋণ-শোধের কি করছ?

সনৎ। কিছুই করছি না, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের ওপর ভার দিয়ে ব'সে আছি।

ললিত। কি রকম?

সনৎ। এটা তো জান, বায়ুমণ্ডলে কোন জায়গায় শূন্যতা থাকে না, শূন্য হ'লেই অন্যত্র থেকে বাতাস এসে সে স্থান পূর্ণ করে!

ললিত। কিন্তু তোমার ঋণের শূন্যতা পূর্ণ হবে কি মঞ্জরীর টাকায়? আচ্ছা, মঞ্জরীর কাছে তুমি ধনে এবং মনে কেমন ক'রে ঋণী হ'লে?

সনৎ। ও দুটো একসঙ্গে জড়িও না। একটা পৈতৃক, একটা আত্মিক। আমার বাবা মঞ্জরীর বাবার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার ক'রে ব্যবসায়ে ফেলেছিলেন। ব্যবসা হ'ল ফেল। পিতৃদেব মৃত্যুশোক এবং ঋণ যুগপৎ আমার মাথায় চাপিয়ে গেলেন স্বর্গে। ইতিমধ্যে মঞ্জরীর বাবাও গেলেন স্বর্গে, বোধ হয় ঋণের তাগাদা করতেই। এইটুকু পৈতৃক।

ললিত। আত্মিকটুকু বুঝেছি। তুমি এখন মঞ্জরীকে বিয়ে ক'রে একসঙ্গে ধনঞ্জয় ও মনঞ্জয় হবার চেষ্টায় আছ। কিন্তু মঞ্জরীর দাদামশায় সুরদাসবাবু কি বলেন?

সনৎ। তাঁর কোনও মতামত নেই। কেবল ওদের এস্টেটের যে উকিল আছে হর্ষনাথ, সেই গোলমাল বাধাতে চেষ্টা করছে। অত বড় পাজী আমি আর দুটি দেখি নি, তার ইচ্ছে—মঞ্জরীকে বিয়ে করে।

ললিত। মঞ্জরী কি বলে?

সনৎ। কিছুই বলে না। এখন হর্ষনাথ বুড়োকে হাত ক'রে নিয়ে না গোলমাল বাধায়। আচ্ছা, তোমার ঋণের খবর কি?

ললিত। আমার যে ঋণ আছে, তা কি ক'রে জানলে?

সনৎ। তোমার যে একটি হৃৎপিণ্ড আছে, তা কি ক'রে জানলাম? তোমার অস্তিত্বই তার প্রমাণ। জগৎব্যাপার ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুতের লীলা বই কিছু নয়, তেমনই সংসারও ধন ও ঋণের বিচিত্র সৃষ্টি।

ললিত। তার মানে ধন থাকলেই ঋণ থাকবে?

সনৎ। না, তার মানে ঋণ থাকবেই, ধন না থাকতেও পারে। আমার মতে মানুষের সংজ্ঞা কি জান? Man is a borrowing animal, আর কোনও প্রাণী কি ধার করতে জানে? ঋণ করাই মনুষ্যত্বের গর্ব্ব, এতে লজ্জার কারণ নেই।

ললিত। তা হ'লে তোমার সংজ্ঞা অনুসারে—আমি একজন মানুষ এবং একেবারে যাকে বলে নরোত্তম। মঞ্জরীকে যখন চেন, তখন তার বন্ধু মণিকাকেও নিশ্চয় জান।

সনৎ। সেই মণিকার কাছে তোমার ঋণ?

ললিত। না, মন বাঁধা।

সনৎ। তোমার সমস্যা ভাই, অনেক সরল। এতে সুরদাসবাবু নেই, হর্ষনাথ নেই, শুধু তুমি আর মণিকা।

ললিত। না, একেবারে নেই বলতে পার না। হর্ষনাথ আছেন, তবে মণিকাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে তাঁর সম্ভবত নেই।

সনৎ। কিন্তু সে সম্ভাবনা হতে কতক্ষণ?

ললিত। আপাতত তো সে রকম ভাব দেখি না। তা ছাড়া মণিকা নিজের বিষয়পত্র সম্বন্ধে দু একটা আলোচনা করা ছাড়া বিশেষ ওকে আমল দেয় না।

সনৎ। আচ্ছা, হর্ষনাথ মণিকার কাছে গিয়ে কেমন ক'রে জুটল?

ললিত। আর বল কেন? মঞ্জরীর দাদামশাই, বুড়ো সুরদাসবাবু যে কি চোখে ওকে দেখেছেন, কে জানে! মণিকা পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে সুরদাসবাবুর কাছে বিষয় দেখবার একজন লোক চেয়েছিল, উনি ঠিক ক'রে দিলেন হর্ষনাথকে। ওঁর আদেশ তো মণিকা ঠেলতে পারে না! সেই থেকে ও র'য়ে গেল।

এর ওপর আবার আছে এক পাগলা মেজর গুপ্ত, ফ্যামিলি ফিজ়িশিয়ান।

সনৎ। আরে, সেও জুটেছে নাকি? বেশ! দুজনের মধ্যে কমিশনের বন্দোবস্ত আছে কি না ভাবছি। আচ্ছা ললিত, হর্ষনাথ তোমার সঙ্গে মণিকাকে আলাপ করতে দিলে যে বড়?

ললিত। বাড়িতে হ'লে কি দিত? আমার মাসতুতো বোন লীলার সঙ্গে মণিকা পড়েছিল। তারই ওখান থেকে আলাপটা হয়।

সনৎ। বটে! তা আমার মনে হয়, এবার থেকে ধীরে ধীরে তুমি নিজে মণিকার এস্টেট দেখতে আরম্ভ কর। তা না হ'লে সব নয়-ছয় হয়ে যাবে। বাস্তব জগৎ বড় কঠিন ঠাঁই—এখানে সত্যি যুধিষ্ঠিরের রথ হ'লে চলে না।

ললিত। ও এস্টেট-টেস্টেট দেখা আমার কম্ম নয়। ভাই, নিজেরই এস্টেট দেখতে পারি না। তুমি আমাকে যুধিষ্ঠিরের রথ বল আর যাই বল, আমি জানি—আমরা প্রজাপতির মত, বিধাতার অনাবশ্যক অবসরের দাক্ষিণ্য।

সনৎ। ওটা কাব্য হ'ল ভাই। আমাদের দেশের সব লোককেই বিধাতা আমড়া তৈরি করবার moodএ সৃষ্টি করেছেন। অনাবশ্যক সন্দেহ নেই।

ললিত। আমাদের দেশের ওপর তোমার অযথা অশ্রদ্ধা। বিলেতেও এ রকম অনাবশ্যক লোক আছে।

সনৎ। তা হ'লে তারা বিলিতী আমড়া।

ললিত। সত্যি ভাই, মণিকা পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে আমাদের প্রেমে একটা অদ্ভুত রোমান্সের রঙ লেগেছে। তাকে দেখে মনে হয়, "অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল", যেন বৃন্তহীন পুষ্প। আর আমি

কোটি সূর্য্যের দীপ্তি নিয়ে জ্বলছি। ললাটে আমার যৌবনের অক্ষয় কিরীট। "এক হাতে মোর বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে বাঁকা তূর্য্য।"

সনৎ। দেখ, সাহিত্যে যেমন গদ্য এবং পদ্য আছে, জগতেও তেমনই গদ্য পদ্য আছে। কল্পনার জগৎ পদ্য, আর এই সংসারটা গদ্য, এতে নানা রকম বাধা আছে, পদে পদে এ বিঘ্নের দ্বারা সঙ্কীর্ণ। এখানে রোমান্সের পক্ষীরাজকে অবাধ মুক্তি দিতে পার কেবল কল্পনায়। তোমাদের মত রোমান্সজীবী ব্যক্তিদের বড় ভয় করি। হয়তো একদিন দেখব যে, মণিকার প্রেমের নেশাও ছুটে গেছে, আবার ছুটেছ কোন্ মরীচিকার পেছনে।

ললিত। ঠিক বলেছ, মণিকা আমার মরীচিকাই বটে। কিন্তু এই সংসার-মরুভূমিতে যদি মরীচিকা না থাকে, তবে বাঁচব কেমন ক'রে?

সনৎ। কিন্তু মরীচিকার তো হৃদয়ের বালাই নেই, সুখ-দুঃখের বালাই নেই। মণিকার সুখ-দুঃখ আছে, হৃদয় আছে, তার সঙ্গে তো মরীচিকার ব্যবহার করা চলে না। ওই দেখ, আর যে মরীচিকা মোটেই নয়, সেই হর্ষনাথবাবু আসছে।

হর্ষনাথবাবুর প্রবেশ

এই যে হর্ষনাথবাবু, আসুন, বসুন।

হর্ষনাথ। আমি ভদ্রতা করতে আসি নি।

সনৎ। তা বটে, ভদ্রতা আবার সকলের ধাতে সয় না।

হর্ষনাথ। [ স্বগত ] দুটো রাস্কেলই এখানে! [ প্রকাশ্যে ] দেখুন, মঞ্জরী দেবীর পিতার কাছে আপনার পিতা পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ করেছিলেন, মনে আছে?

সনৎ। বিলক্ষণ! মনে না থাকুক, দলিলে আছে।

হর্ষনাথ। বোধ করি জানেন যে, তাঁর পিতা মৃত্যুর সময় উইল ক'রে টাকাটা মঞ্জরীকে দিয়ে যান। সে ঋণটা কবে শোধ করবেন, বলুন!

সনৎ। শোধ করব না।

হর্ষনাথ। শোধ করবেন না! তার মানে? কেন, শুনতে পাই?

সনৎ। অন প্রিন্সিপ্‌ল।

হর্ষনাথ। প্রিন্সিপ্‌লটা কি শুনি?

সনৎ। ধন-সাম্যবাদ।

হর্ষনাথ। সেটা আবার কি?

সনৎ। ভারী জটিল ব্যাপার, তবে সংক্ষেপে এই বলতে পারি, এক জায়গায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন জমা হওয়া উচিত নয়। তার একটা প্রতিকার—

হর্ষনাথ। এ যে সিডিশন! জানেন, এখনও স্বরাজ হয় নি!

সনৎ। বলতে পারি না। এখনও খবরের কাগজ সবটা পড়া হয় নি।

হর্ষনাথ। দেখুন, ওসব চালাকি এখানে খাটবে না। আমরা বাধ্য হয়ে নালিশ করব। প্রয়োজন হ'লে বডি-ওয়ারেণ্ট করব।

সনৎ। বেশ তো।

হর্ষনাথ। বেশ তো! আচ্ছা। হ্যাঁ, আরও এক কথা, সুরদাসবাবুর হুকুম, আপনি আর তাঁর বাড়ি যাবেন না।

সনৎ। বেশ তো। কিন্তু মঞ্জরীকে গান শেখাবে কে?

হর্ষনাথ। সে যেই হোক, আপনি নন।

সনৎ। তবে কি আপনি?

হর্ষনাথ। আমাদের উকিল ব'লে কি মানুষ মনে করেন না নাকি?

সনৎ। আপনার নিজেরই যখন সন্দেহ আছে, আমি আর কি বলব!

হর্ষনাথ। গান শেখাবার জন্যে আমরা বুড়ো দেখে মাস্টার ঠিক করব। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এই শেষ কথা ব'লে গেলাম। এর পরে ও বাড়িতে আপনাকে দেখলে বাধ্য হয়ে কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর টাকার কথাটা ভেবে দেখবেন।

প্রস্থান

ললিত। দেখ তো, এক বিপদ উপস্থিত হ'ল। এর মধ্যে হর্ষনাথ আছে।

সনৎ। সে তো আগেই বলেছি।

ললিত। ঋণ-শোধের একটা উপায় কর।

সনৎ। ভজুয়া!

ভজুয়া। আজ্ঞে?

ভজুয়ার প্রবেশ

সনৎ। দেখ ভজুয়া, এই টাকা নে, ফুটপাথের ওধারে ওই পরচুলের দোকান থেকে তিন নম্বরের এক জোড়া পাকা দাড়ি গোঁফ আর একটা পরচুল নিয়ে আয় তো। যা, চট ক'রে আসবি।

ভজুয়া। যে আজ্ঞে।

ভজুয়ার প্রস্থান

ললিত। ও আবার কি হবে?

সনৎ। কিছু নয়, পাড়ার ছেলেরা অভিনয় করবে, তারই জন্যে। শোন ললিত, আমি যে ঋণ-শোধ করব না, শুধু তা নয়; আর

কাউকে করতেও দোব না। গৌতম বুদ্ধ যেমন নিজের দুঃখ দূর করাই যথেষ্ট মনে করেন নি, জগতের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমিও তেমনই পরের ঋণ-কষ্ট মুক্তির জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছি।

ললিত। সে আবার কি ক'রে হবে ?

সনৎ। আমি একটা ঋণ-শোধের ইস্কুল খুলেছি। কি কি উপায়ে কোন্ কোন্ জাতীয় ঋণ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার থিওরি এবং প্র্যাক্‌টিস তাতে শেখানো হচ্ছে।

একটা ফাইল টানিয়া লইয়া

এই দেখ, এরই মধ্যে কত লোক ভর্ত্তি হয়েছে! এই দেখ, কাপড়ের ব্যবসায়ী, সাবানের ব্যবসায়ী, বইয়ের এজেণ্ট, প্রেসের মালিক, এরা দুজন এডিটর, এই দেখ তিনজন জমিদার, এই দেখ কাঁকুড়গাছির রাজাবাহাদুরও আছেন। দেখবে চল না, এখুনি ক্লাস বসবে।

ললিত। না, সে আর একদিন হবে। কিন্তু এ যে একেবারে নতুন উপায়। ও ছবিখানা কার হে ?

সনৎ। স্বর্গীয় পিতৃদেবের।

ললিত। ওকি করেছ! পা ওপরের দিকে দিয়ে টাঙিয়ে রেখেছ কেন ?

সনৎ। ও কিছু নয়, পুত্রের ঋণ-শোধের জন্যে তিনি স্বর্গে ঊর্দ্ধপদে তপস্যা করছেন।

ললিত। আজ উঠি। গতিক মন্দ দেখলে তোমার ঋণ-শোধের ইস্কুলে ভর্ত্তি হব।

প্রস্থান

ভজুয়ার দাড়ি গোঁফ প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ

ভজুয়া। বাবু, এই জিনিস?

সনৎ। হ্যাঁ। আচ্ছা, তুই যা।

প্রস্থান

[ দ্বার বন্ধ করিতে করিতে ] হর্ষনাথ, তুমি ভাব, তোমার চেয়ে চতুর আর কেউ নেই। বুড়ো মাস্টার যখন চেয়েছ, বুড়োই পাবে।

দাড়ি গোঁফ পরচুল পরিতে পরিতে

মঞ্জরী অনেক দিন আগেই এমন একটা আভাস দিয়েছিল। তখনই বুদ্ধি ঠিক ক'রে রেখেছিলাম।

আয়নায় দেখিতে দেখিতে

নাঃ, আর কেউ চিনতে পারবে না। প্রথমটা মঞ্জরীকে নিয়ে গোল বাধবে, তারও চেনবার সাধ্য নেই।

চুল দাড়ি প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিয়া দ্বার মোচন

ভজুয়া!

ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। আজ্ঞে?

সনৎ। কজন পাওনাদার এসেছে?

ভজুয়া। আজ্ঞে, পাশের হলঘরটার তক্তাপোশ, বেঞ্চি, টেবিল, চেয়ার ভ'রে গিয়ে মেঝেয় বসেছে। এখন যারা আসছে তারা, জানলায় তাকের ওপরে বসছে।

সনৎ। এর পরে যারা আসবে, তাদের আলমারির মাথায় বসাবি। যা। আমি যাচ্ছি।

উভয়ের প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ

মঞ্জরী ও মণিকা

মঞ্জরী। তোর ভাগ্য ভাল মণিকা, ললিতবাবুর মত লোক পেয়েছিস।

মণিকা। না ভাই, ভাগ্যকে দোষ দিই না। কিন্তু আমার বড় ভয় করে।

মঞ্জরী। কেন?

মণিকা। ললিতবাবুর কথা শুনলে মনে হয়, তিনি আমাকে আকাশের চাঁদ কিম্বা বসন্তের ফুল ব'লে মনে করেন।

মঞ্জরী। আর নিজেকে বুঝি চকোর কিম্বা প্রজাপতি মনে করেন?

মণিকা। না ভাই, আমার মনে হয়, মানুষকে ভালবাসবার ধৈর্য্য তাঁর নেই।

মঞ্জরী। তাই বুঝি অপ্সরীকে নিয়ে পড়েছেন?

মণিকা। যাঃ, ঠাট্টা নয়। মানুষের এত ভুলত্রুটি আছে, সবসুদ্ধ ভালবাসা বড় কঠিন। ললিতবাবু বড় বেশি কল্পনাবিলাসী। এ বিষয়ে কিন্তু সনৎবাবু বেশ।

মঞ্জরী। অর্থাৎ তিনি একখানি নিরেট গদ্য।

মণিকা। দোষ কি ভাই? মাটির মানুষ মাটির পৃথিবীরই যোগ্য। আর যে জায়গা পদ্যপ্রধান—

মঞ্জরী। তার নাম পাগলা-গারদ। ঠিক বলেছিস, সনৎবাবু খাঁটি গদ্য, একেবারে বিদ্যাসাগরী ভাষা—দাঁত-ভাঙা।

মণিকা। তোর দাঁত ভেঙেছে নাকি?

মঞ্জরী। ধ্যেৎ। কিন্তু কাব্য তাঁর কণ্ঠে।

মণিকা। সত্যি, এমন গান কাউকে গাইতে শুনি নি। একটা শোনা না, কি শিখলি।

মঞ্জরী। আবার দাদা মশায় এসে পড়বেন।

মণিকা। আসলেনই বা। গান বই তো নয়!

মঞ্জরীর গান

দিয়ো না, দিয়ো না, খোঁপাতে ফুল,
গলাতে দিয়ো না করবী-হার ;
ভূষণহীন সহজ বেশে
মনের মাঝে কর বিহার।
কাজলে সাজে সজল দিঠি,
প্রিয়ার যেন প্রথম চিঠি—
তেমন মিঠি অধর দুটি
সোহাগ-রসে প্রণয়-সার।

মণিকা। ওই হর্ষনাথবাবু আর তোর দাদামশায় আসছেন। এখুনি বক্তৃতা আরম্ভ করলে অন্তত দু ঘণ্টা ব'সে থাকতে হবে। আজ উঠি।

মঞ্জরী। ও বেলা আসিস।

মণিকার প্রস্থান

হর্ষনাথবাবু ও সুরদাসবাবুর প্রবেশ। সুরদাসবাবু বৃদ্ধ ; তাঁর গলায় তিনটি ফুলের মালা

সুরদাস। আর তো পারি না হর্ষনাথবাবু। দেশের লোক কি কেবল আমাকেই দেখেছে! যেখানে যত সভা, ডাক সুরদাসবাবুকে! বুড়ো হয়েছি, আর কি সে শক্তি আছে? তবু 'না' বলবার উপায় নেই। একেবারে কেঁদে এসে পড়বে। কালকে ছিল সাতটা সভা, সাত জায়গায় সভাপতি, আজ এই

দেখুন তিনটে মালা, এরই মধ্যে তিনবার সভাপতি হয়েছি। আবার ঐ দেখুন, দুয়োরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। নাঃ, আর পারি না; সেই তিনটে থেকে আরম্ভ করেছি। প্রথমে ছিল বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্যে সভা; তারপরে ছিল মুচিপাড়া লাইব্রেরির উদ্বোধন, তারপরে ছিল আগরপাড়া বোষ্টমদীঘির পঙ্কোদ্ধার সমিতির বার্ষিক অধিবেশন; এখন আবার—

হর্ষনাথ। কিন্তু কাজের কথাটা—

সুরদাস। কাজের কথা সব জায়গাতেই। আরে বাপু, তাই ব'লে কি বুড়ো মানুষকে মেরে ফেলতে হবে!

হর্ষনাথ। নাই গেলেন।

সুরদাস। আমার কি ইচ্ছে যাবার? একেবারে পায়ে জড়িয়ে ধরে—

হর্ষনাথ। তবে কাজের কথাটা—

সুরদাস। কাজটা কি? কলিকাতা কুকুররক্ষা সমিতির সেই—

হর্ষনাথ। না না, মঞ্জরীর—

সুরদাস। না না, ওকে আর নিয়ে যাব না।

হর্ষনাথ। না না, ওঁর গানের কথাটা—

সুরদাস। আমি এর বিরুদ্ধে। স্ত্রীস্বাধীনতা ভাল, তাই ব'লে আমার নাতনীকে দিয়ে সভায় গান করাতে পারব না।

হর্ষনাথ। সে কথা বলি নি।

সুরদাস। সেই কথাই বলেছেন। আমাদের এ ভারতবর্ষের সনাতন রীতিকে লঙ্ঘন ক'রে, হে সভ্য মহোদয়গণ—

হর্ষনাথ। [ স্বগত ] এই রে, কোন্ সভার না জানি অভিভাষণ বলতে সুরু করলেন! [ প্রকাশ্যে ] সুরদাসবাবু, আমি বলছিলাম কি—

সুরদাস। যেখানে সীতা সাবিত্রী লীলাবতী খনা গার্গী মৈত্রেয়ী—

হর্ষনাথ। মঞ্জরীকে যে সনৎকুমার গান সেখাতে আসে, সেই সম্বন্ধে যা বলবার ছিল—

সুরদাস। ঠিক কথা মনে ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু হর্ষনাথবাবু, আমি যা বলছিলাম, সেটাও মন্দ হচ্ছিল না।

হর্ষনাথ। চমৎকার, এমন শুনি নি।

সুরদাস। তবে বাকিটুকু ব'লে ফেলি।

হর্ষনাথ। পরে শুনব। এখন সেই কথাটা—

সুরদাস। হ্যাঁ, কি যেন বলবার ছিল—ওহো, মনে পড়েছে। দেখ মঞ্জরী, তোমাকে গান শেখাবার জন্যে আমরা একজন বৃদ্ধ শিক্ষক স্থির করব। সনৎকুমার আর তোমাকে গান শেখাবেন না।

মঞ্জরী। কেন দাদামশাই? সনৎবাবু তো ভাল গায়ক।

হর্ষনাথ। তার উদ্দেশ্য খারাপ।

সুরদাস। নিশ্চয়, তাঁর উদ্দেশ্য অতিশয় নীচ।

মঞ্জরী। কি তাঁর উদ্দেশ্য?

সুরদাস। ভয়ানক নীচ উদ্দেশ্য, ভয়ঙ্কর। বলুন না হর্ষনাথবাবু, কি তাঁর উদ্দেশ্য?

হর্ষনাথ। সে প্রকাশযোগ্য নয়।

সুরদাস। নিশ্চয় নয়। কখনই প্রকাশ করবেন না।

হর্ষনাথ। আর সেই নালিশের কথাটা—

সুরদাস। কোন্ নালিশ?

হর্ষনাথ। মঞ্জরী দেবীর যে টাকাটা সনৎকুমারের কাছে পাওনা হয়েছে, ওটা নালিশ না করলে তামাদি হতে পারে।

সুরদাস। হতে পারে কি, হয়ে গেছে।

হর্ষনাথ। আমি আগামী মাসে—

সুরদাস। আর আগামী মাসে নয়, এই মাসে, আজই, এখুনি নালিশ করতে হবে।

মঞ্জরী। কিন্তু দাদামশাই—

সুরদাস। না না, তোমার কোন ভয় নেই। টাকার শোকেই তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে,—কি বলেন হর্ষনাথবাবু ?

হর্ষনাথ। খুব সম্ভব তাই।

সুরদাস। চলুন, এবার যাওয়া যাক। অমনই যেতে যেতে কুকুররক্ষা সমিতির অভিভাষণটা শুনিয়ে দিই—হে সভ্য মহোদয়গণ, ভারতবর্ষ কখনও কুকুরকে সামান্য জীবমাত্র মনে করে নি। কুকুর স্বয়ং ধর্ম্মের স্বরূপ। আপনাদের কি মনে পড়ে না, পঞ্চপাণ্ডবের পশ্চাতে স্বয়ং ধর্ম্ম কুকুর-রূপ গ্রহণ করিয়া,—কি বলেন হর্ষনাথবাবু, এখানে একবার হাততালি পাওয়া যাবে। যে দেশে সীতা সাবিত্রী খনা লীলাবতী গার্গী মৈত্রেয়ী কুন্তী তারা মন্দোদরী দয়মন্তী মহাশ্বেতা—

হর্ষনাথ। বুড়োর দম আটকে না যায় !

উভয়ের প্রস্থান

পুঁটির প্রবেশ

মঞ্জরী। পুঁটি, তোর হাতে ওটা কি দেখি।

পুঁটি। না দিদিমণি, কিছু না।

মঞ্জরী। কিছু না কেমন ? ও নথ পেলি কোথায় ?

পুঁটি। কুড়িয়ে।

মঞ্জরী। কোন্ পথে তোর যাওয়া আসা রে, যে নথ কুড়িয়ে পাস ? বুঝেছি, ভজুয়া দিয়েছে।

পুঁটি। আমি চাই নি দিদিমণি।

মঞ্জরী। না চাইতেই দেয়! গয়লার মেয়ে, এই ক'রেই মরবি তুই।

পুঁটি। গয়লাও মরে, ভদ্দরলোকও মরে। সত্যি, না দিদিমণি?

মঞ্জরী। যা এখন। আঃ, আবার জ্বালাতে আসছে।

পুঁটির প্রস্থান

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। মঞ্জরী, কি হয়েছে তোমার? অসুখ নাকি? মেজর গুপ্তকে ডেকে পাঠাই?

মঞ্জরী। দরকার নেই। আচ্ছা, আপনি লোকের সম্মুখে 'আপনি বলেন, আড়ালে 'তুমি' বলেন—এর অর্থ কি?

হর্ষনাথ। অর্থ এই যে মানুষের অন্তরে এবং বাহিরে প্রভেদ আছে।

মঞ্জরী। আপনাকে দেখবার পরে সে কথায় কি আর অবিশ্বাস করবার উপায় আছে?

হর্ষনাথ। আমাকে বুঝেছ দেখছি। কিন্তু আমার সেই কথাটার কি উত্তর পাব না?

মঞ্জরী। কোন্ কথা?

হর্ষনাথ। আমার ভালবাসা কি প্রত্যাখ্যান করবে?

মঞ্জরী। পুঁটি!

হর্ষনাথ। না না, পুঁটিকে ডেকো না। শোন মঞ্জরী, এই আমি সব অহঙ্কার পরিত্যাগ ক'রে তোমার কাছে নতজানু হ'য়ে বলছি—

নতজানু হইয়া

তুমিই আমার সব, হৃদয়ের ধন, জীবনের জীবন, গলার হার, মাথার মণি—

এমন সময় পশ্চাতের দ্বারে মণিকাকে দেখিয়া

—মণি—কা, যার গোপন কথা কাউকে ব'ল না।

সহসা মণিকার প্রবেশ

মণিকা। মঞ্জরী, আমার সেই ব্যাগটা তোর ড্রয়িং-রুমে ফেলে এসেছি, তাই নিতে এলাম।

মঞ্জরী। দাঁড়া, আমি এনে দিচ্ছি।

প্রস্থান

মণিকা। মঞ্জরীকে আমার কথা কি বলছিলেন?

হর্ষনাথ। বিধাতার অবিচার! যা গোপনে বলতে চাই, তা তিনি কিছুতেই গোপন রাখতে চান না। বলছিলাম কি জানেন, আপনার সঙ্গে যে ললিতবাবুর আলাপ আছে, সেটা গোপন রাখবার জন্যে তাকে অনুরোধ করছিলাম।

মণিকা। তা আবার এমন নতজানু হয়ে?

হর্ষনাথ। আপনার জন্যে সবই পারি।

মণিকা। ভাল।

মণিকার প্রস্থান

অন্য দ্বার দিয়া মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণিকা নেই?

হর্ষনাথ। না, বোধ হয় বারান্দায় গেছে। দেখেছ, কথাটা কেমন ঘুরিয়ে নিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম।

মঞ্জরী। ধন্যবাদ। তবে ভবিষ্যতে এ রকম বাঁচাবার ও বাঁচবার অবস্থা না ঘটলেই সুখী হব।

প্রস্থান

হর্ষনাথ। উঃ, কি বিপদটাই কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল! যুগল-প্রেম দৈবাৎ যুগপৎ-প্রেম হয়ে উঠলে কি বিষম কাণ্ডই না ঘটে! কিন্তু আশা ছাড়ছি না। দুজনেই বেশ শাঁসালো, এখন যেটা লেগে যায়। মেয়েমানুষের মন ব্রেজিল পাথরের চশমার মত, প্রথমটা কিছুই দেখা যায় না, ক্রমে ঘষতে ঘষতে বেশ স্বচ্ছ হয়ে আসে। আচ্ছা, তবে ঘষাই যাক।

প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

হর্ষনাথবাবুর বৈঠকখানা

হর্ষনাথ ও লোকেন

হর্ষনাথ। বুঝলে কিনা হে লোকেন, বিপদের সময় হাতে দুটো বাণ থাকা ভাল।

লোকেন। সে আর বলতে! শিকারের প্রতি একটা নিষ্ফল হ'লে আর একটা নিজের বুকে মেরে মরবার উপায় থাকে। কিন্তু ধর, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে দুটো বাণই লক্ষ্যে গিয়ে বেঁধে, তা হ'লে ?

হর্ষনাথ। অর্থাৎ মঞ্জরী আর মণিকা দুজনেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয় ? একটু ভাববার কথা বটে।

লোকেন। ভাববার আর কি আছে ? এক বহুবিবাহ-দোষ ছাড়া অন্য কোনও দোষ কেউ দেবে না। আর দোষই বা কি ? তুমি তো বিয়ে করছ ওদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সকে। গুজব তো শুনি অনেক, কি রকম কি আছে ওদের ?

হর্ষনাথ। সেদিক দিয়ে ভালই। মঞ্জরীকে তো লক্ষপতি বললেই চলে। ওর বাপের যা ছিল, তা পেয়েছে ; মামার বাড়ির যা আছে, তাও স্বরদাসবাবুর মৃত্যুর পর পাবে। আর সনতের জমিদারিও ওর কাছে বন্ধক আছে। সেটাও নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

লোকেন। আর মণিকা ?

হর্ষনাথ। ওর তো পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। এখনই সে মস্ত জমিদারির মালিক ; তা ছাড়া কলকাতায় বাড়ি এবং ব্যাঙ্কে টাকা।

১৭৮-৩

লোকেন। উদ্যোগ-পর্ব্ব তো ভালই করেছ। কিন্তু সনৎ আর ললিত যে আছে ?

হর্ষনাথ। সনতের বিশেষ আশা নেই। মঞ্জরীর দাদামশাইকে হাত ক'রে ওখানে সনতের যাওয়া-আসা বন্ধ করেছি। এখন মণিকাকে নিয়ে কি করা যায় ?

লোকেন। দাদামশাইদের যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, নাতনীদের তত সহজে নয়, কি বল ?

হর্ষনাথ। মাথায় একটা মতলব এসেছে। মণিকা আর ললিতের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, তোমার ছোট শালা চন্দ্রনাথ তো কদিন হ'ল এখানে এসেছে। ওকে তো এখানে কেউ বড় চেনে না, কি বল ?

লোকেন। হ্যাঁ, ও তো কদাচিৎ এখানে আসে।

হর্ষনাথ। তুমি এক কাজ কর, ওকে একবার ডেকে আন।

লোকেন। মতলবখানা কি শুনি না।

হর্ষনাথ। ওকে নিয়ে এস, একবারে বলা যাবে।

লোকেন। চললাম। কিন্তু বিয়ে হ'লে আমরা যেন বাদ না পড়ি।

প্রস্থান

অন্য দ্বার দিয়া মেজর গুপ্তের প্রবেশ; যুদ্ধে গিয়াছিলেন শোনা যায়। সে নেশা এখনও কাটে নাই; মিলিটারি পোষাক পরিয়া থাকেন; হাতে বেতের ছড়ি; সেটি নাচাইয়া কথা বলা তাঁহার মুদ্রাদোষ

মেজর গুপ্ত। কি, বিয়ের কথা কি হচ্ছিল ?

হর্ষনাথ। এই যে মেজর গুপ্ত, আপনার বিয়ের বিষয় আলোচনা করছিলাম।

মেজর গুপ্ত। [আশ্চর্য্যভাবে] আমার বিয়ের বিষয়? আমি করব বিয়ে? মানুষকে? দেখুন হর্ষনাথবাবু, আমার ইচ্ছে করে কি জানেন? এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে একটা মেজর অপারেশন ক'রে মানুষ জাতটাকে অ্যাপেণ্ডিক্সের মত তুলে দূর ক'রে ফেলে দিই। এ জাতটার কোনও প্রয়োজন নেই, কেবল ফুলে গিয়ে কষ্ট দেয়।

হর্ষনাথ। আচ্ছা মেজর গুপ্ত, মানুষের ওপর এত রাগ কেন?

মেজর গুপ্ত। মাপ করবেন হর্ষনাথবাবু। মানুষকে আমি রাগের যোগ্য মনে করি না, ওটাকে আমি ঘৃণা করি।

হর্ষনাথ। কিন্তু তার দোষ কি?

মেজর গুপ্ত। দোষ কি জানেন? মানুষ হচ্ছে 'পিসা' শহরের লীনিং টাওয়ারের মত, বেশ মজবুত, মার্বেল-পাথরে তৈরি, সব মাটি হয়েছে এক দিকে কাত হয়ে প'ড়ে।

হর্ষনাথ। মানুষকে যদি ঘৃণাই করেন, তবে নিজে ডাক্তার, ওষুধ দিয়ে, অপারেশন ক'রে তাদের বাঁচাবার ব্যবসা ধরেছেন কেন?

মেজর গুপ্ত। ঘৃণা করি ব'লেই তো বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। ক্ষণিক ব্যাধি সারিয়ে দিই, যাতে তারা দীর্ঘজীবন ব্যাধিতে ভুগতে পারে।

হর্ষনাথ। কিন্তু কোনও দিন কোন ভালবাসার সূত্র কি আপনাকে আকর্ষণ করে নি?

মেজর গুপ্ত। ভালবাসার সূত্র কি জানেন, বঁড়শির সূত্র। এক দিকে তার মাছ, অন্য দিকে শিকারী। মাঝের আকর্ষণকেই তো আপনারা 'ভালবাসা' বলেন, নয়?

হর্ষনাথ। মানুষকে এ রকম ভাবে উপেক্ষা করছেন, কিন্তু মানুষ এর

প্রতিশোধ নেবে। কোন্ দিন হয় তো দেখব, মেজর গুপ্ত প্রেমে প'ড়ে পাগল হয়েছেন।

মেজর গুপ্ত। ইন-ডীড! সেদিন এক ডোজ় পয়জ়ন।

বেত নাচাইতে নাচাইতে তাঁহার প্রস্থান

লোকেন ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ; চন্দ্রনাথের বয়স সতরো আঠারো, এখনও গোঁফ দাড়ি উঠে নাই

হর্ষনাথ। এই যে চন্দ্রনাথ, এস ভাই লোকেন, ওকে ব্যাপারখানা বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

লোকেন। সে ও জানে; কিন্তু মতলবটা জানে না।

হর্ষনাথ। দেখ, তোমাদের মাধবপুরে সেবারে কালীপুজোয় গিয়েছিলাম, মনে আছে? কি যেন থিয়েটার হয়েছিল?

চন্দ্রনাথ। বিক্রমাদিত্য। ওঃ, সে এক রোমহর্ষণ ব্যাপার!

হর্ষনাথ। কিন্তু আমার সবচেয়ে মনে আছে, তুমি যে তারাসুন্দরীর পার্ট নিয়েছিলে, এমন সহজ স্বাভাবিক স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় আমি দেখি নি।

লোকেন। হ্যাঁ, লোকে খুব প্রশংসা করেছিল।

হর্ষনাথ। এবার আর একবার সেই রকম কর। তোমাকে মাঝে মাঝে মেয়ে সেজে ললিতের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হবে।

চন্দ্রনাথ। ব্যাপার কি বুঝিয়ে বলুন।

হর্ষনাথ। তুমি মেয়ে সেজে ললিতের সঙ্গে আলাপ করবে।

চন্দ্রনাথ। ও ধরতে পারবে না?

হর্ষনাথ। কিছুতেই নয়। ওকে চিনি কিনা। ও যদি আমাদের মত সাধারণ লোক হ'ত, ধ'রে ফেলত। কিন্তু ও একে সাহিত্যিক, তাতে তরুণ। ওরা চর্ম্মচক্ষে জগৎটাকে দেখে না।

ওদের বিশ্বাস, পৃথিবী বাইবেলের ইডেন বন, আর ওরা জোড়ায় জোড়ায় আদম আর ঈভ।

চন্দ্রনাথ। আমাকে বুঝি শয়তানের ছদ্মবেশে যেতে হবে? কিন্তু মুশকিল কি জানেন? লম্বা চুল নিয়ে এ রকম অকৃত্রিম অভিনয় বেশিক্ষণ করা বিপদ।

হর্ষনাথ। লম্বা চুলের কি প্রয়োজন? তোমার তো বব্‌ড চুল দেখছি। আজকাল বাঙালী মেয়েরাও ও রকম করছে।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু সেটা এখনও বেশি চল হয় নি।

হর্ষনাথ। ওতেই ললিত মজবে আরও বেশি। অদ্ভুত কিছু দেখলে তরুণরা ক্ষেপে ওঠে। তোমাকে সাজতে হবে জীবন-বীমার এজেণ্ট। ওই সূত্রে ওর সঙ্গে পরিচয় কর গিয়ে।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু কতদিন এ রকম চালাতে হবে?

হর্ষনাথ। বেশিদিন নয় ভাই। এই ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে মণিকার সঙ্গে ওর মনোমালিন্য ঘটিয়ে দোব, তারপরে তোমার ছুটি।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু দিনের আলোয় জীবন-বীমার এজেণ্ট হয়ে মেয়ে সাজা কি পুরুষের পক্ষে মানাবে?

হর্ষনাথ। কেন মানাবে না? দিনে দিনে মেয়ে-পুরুষের মধ্যে ভেদ ক'মে আসছে। জীবন-বীমার এজেণ্ট তো দূরের কথা, তোমাকে হকি-খেলোয়াড় কি মুষ্টিযোদ্ধা সাজালেও ক্ষতি ছিল না। অত আলোচনায় কাজ কি? পাশের ঘরে শাড়ি ব্লাউজ্‌ সব ঠিক ক'রে রেখেছি, চট ক'রে সেজে এস তো, দেখি, কেমন দেখায়।

চন্দ্রনাথের প্রস্থান

লোকেন। বড় বিপজ্জনক রাস্তায় চলেছ হে। ধরা পড়লে মুশকিল হবে।

হর্ষনাথ। কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ।

কোনও ভয় নেই। কেউ সন্দেহ করবে না, আর যদি তেমন বেগতিক দেখ, তবে ওকে চট ক'রে সরিয়ে নিলেই হবে।

জনৈক ভিখারী গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

হর্ষনাথ। ওহে বাপু, এখন ব্যস্ত আছি, স'রে পড়।

ভিখারী। বাবা, তোমরা না দিলে—

হর্ষনাথ। যাক, আর বকিও না—এই নাও একটা পয়সা। গান-টান গাইতে হবে না।

লোকেন। পাগল হয়েছ হর্ষনাথ? পয়সা দিলে—একটু খাটিয়ে নাও। গাও হে, শোনা যাক।

ভিখারীর গীত

বল ভাই হরি হরি, প্রেম ক'রে ভাই হরি বল;
নামে প্রাণ উথলে, পাষাণ গলে,
প্রেমরসে নাম ঢলঢল।
অনুরাগে বল রে হরিনাম,
প্রেমরসে প্রাণ ভাসবে অবিরাম,
হৃদয়-মাঝে উদয় হবে ত্রিভঙ্গিম শ্যাম,
ছার বাসনা যাবে দূরে, করবে না আর ছল;
নামের গুণে প্রাণ হবে শীতল।
হরিনাম কেন ভোল?

ভিখারী। জয় হোক রাজা বাবা!

প্রস্থান

স্ত্রীবেশধারী চন্দ্রনাথের প্রবেশ

বাঃ বাঃ, বেশ মানিয়েছে। না জানলে আমরাই তোমাকে মেয়ে ব'লে ভাবতাম।

লোকেন। তা বটে, চেনবার উপায় নেই।

চন্দ্রনাথ। ললিতবাবুর দেখা কোথায় পাওয়া যাবে?

হর্ষনাথ। সুরদাসবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই সে যায়। আর দেখ, তোমার চোখে ভাল একজোড়া চশমা এবং হাতে ছোট একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রনাথ। এখন থেকে আমার নাম হ'ল পুনর্ণবা।

হর্ষনাথ। বাঃ, নামটি বেশ হয়েছে। ওরা ওই রকম একটা অদ্ভুত নাম পছন্দ করে। তবে চল, আর দেরি নয়, সুরদাসবাবুর বাড়ি দিকে যাওয়া যাক।

চন্দ্রনাথ। চলুন, কিন্তু বেশি দিন আমাকে এ বৃহন্নলার ছদ্মবেশে রাখবেন না।

হর্ষনাথ। আরে না না, অর্জ্জুন ছিল এক বছর, তোমাকে এক সপ্তাহেই ছুটি দোব।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### ঋণ-শোধের বিদ্যালয়

সনৎকুমারের বাটির একটি কক্ষ; ইস্কুলের মত সাজানো; বেঞ্চি ও টেবিল; মাষ্টারের বসিবার জন্য উচ্চ চেয়ার ও টেবিল; ব্ল্যাকবোর্ড; গ্লোব; পেটা ঘড়ি ঝোলানো; একদল ছাত্র—যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ইতস্তত বসিয়া পরস্পরের সঙ্গে গল্প করিতেছে; ক্লাস এখনও আরম্ভ হয় নাই

প্রেস-ব্যবসায়ী। আচ্ছা, আপনার কাপড়ের ব্যবসা ফেল হ'ল কি ক'রে?

বস্ত্র-ব্যবসায়ী। ফেল হয় নি তো, কেবল পরীক্ষা সুরু। আমি দোকান খুললাম, বলা বাহুল্য, ধারে—

প্রেস-ব্যবসায়ী। আচ্ছা, সেটা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না।

বস্ত্র-ব্যবসায়ী। তারপরে মহাজনের কাছ থেকে ধারে কাপড় নেওয়া সুরু; মহাজন উদার ধারে দেওয়াতে, আমি উদারতর ধারে নেওয়ায় কাপড় যত টানি, দ্রৌপদীর শাড়ির মত ততই আসে; ব্যবসা জ'মে উঠল। এতদিন আমার টান চলছিল, এবার ওদের টানবার পালা, তাই এসে এই ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি।

প্রেস-ব্যবসায়ী। আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। প্রেস খুললাম, অর্ডার পেলাম অনেক, কবিতার বই আর হ্যাণ্ডনোটের ফর্ম, আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল।

কাঁকুড়গাছির রাজা। অখিলবাবু, আপনার B. M. উপাধিটার অর্থ কি?

অখিল। B. M.—কিনা ব্যাঙ্ক-মার।

কাঁকুড়গাছি। ওটা কি আমেরিকা থেকে আনিয়েছেন?

অখিল। না, এদেশের অল-ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক সিণ্ডিকেট থেকে দিয়েছে।

কাঁকুড়গাছি। ব্যাপার কি বুঝিয়ে বলুন তো।

অখিল। নতুন ব্যাঙ্ক খুললেই গভর্মেণ্টে রেজেস্ট্রি করতে হয়। সেই অফিসের এক কেরানীর সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত আছে, সে আমাকে নতুন ব্যাঙ্ক খুললেই তার ঠিকানা দেয়, আমি প্রথমেই গিয়ে বলি—আসুন, একটা লেন-দেনের সম্বন্ধ স্থাপন করা যাক। ধারের খাতায় প্রথম আমার নাম। আর রাজা বাহাদুর, বাপ-মায়ে নামও রেখেছিল অকার দিয়ে—অখিলানন্দ আইচ। ইংরেজী বাংলা যে ধরনেই নাম লেখ, আমার স্থান স্বভাবতই প্রথমে।

কাঁকুড়গাছি। কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে নিয়েছেন?

অখিল। তার চেয়ে কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে নিই নি বলা সহজ; তবে সংক্ষেপে এই জেনে রাখুন, পূবে লুসাই পাহাড়ের আইজল নেটিভ ব্যাঙ্ক, উত্তরে সদিয়া-পাশিঘাট মিলিটারি ব্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ ক'রে—

কাঁকুড়গাছি। ওসব জায়গার নাম তো শুনি নি!

অখিল। শুনবেন কেমন ক'রে? পূবে এবং উত্তরে ও দুটো জায়গা ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ সীমা, ওর পরেই পা বাড়ালে স্বাধীন রাজ্য। দেখুন না, আমার এই ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং ম্যাপখানা।

ম্যাপ বাহির করণ

এ ম্যাপের কোথায় কোন্ ব্যাঙ্ক, দেখুন, লেখা আছে।

কাঁকুড়গাছি। দুচারটে কালো অক্ষরে, বাকি সব লালে কেন?

অখিল। কালো অক্ষরের ব্যাঙ্ক থেকে এখনও নিই নি, লালগুলো থেকে ধার নিয়েছি।

কাঁকুড়গাছি। এই এ-ত-গুলো থেকে? আপনি নমস্য ব্যক্তি।

অখিল। এখনই কি হয়েছে রাজাবাহাদুর; সব লাল হো যায়গা, একটিও কালো থাকবে না। তখন দেখবেন, আমার এই ভারতবর্ষের মানচিত্র অবিমিশ্র রক্তপ্রদীপের দীপালীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কাঁকুড়গাছি। অর্থাৎ লালবাতি জ্বালবে? আচ্ছা অখিলবাবু, আপনার asset কি?

অখিল। পঞ্চতন্ত্র পড়েছেন? দ্বৌ বাহূ তৃতীয়শ্চ খড়্গঃ [ কিছুক্ষণ পরে ] হ্যাঁ, আর একখানা মোটর আছে।

কাঁকুড়গাছি। ওটার কথা ভুলেই গিছলেন?

অখিল। ভুলেছি কি সাধে! আইনত ওটা আর আমার থাকবার কথা নয়। কিস্তির টাকা দিতে না পারায় ওটা বাজেয়াপ্ত হবার কথা।

কাঁকুড়গাছি। এখনও করে নি?

অখিল। পুলিস ডাকতে গেছে। বুঝলেন না? ওখানা নানা ভাবে সাতাশজন পাওনাদারের কাছে বাঁধা রেখেছি। এখন দখল নিতে গেলে সাতাশজনে মারামারি বেধে যাবে; ওর মধ্যে আবার হিন্দু মুসলমান আছে, পুলিস কমিশনার ভয়ে অনুমতি দিচ্ছে না।

কাঁকুড়গাছি। আচ্ছা, এত যে নিচ্ছেন, শোধ করবেন কবে?

অখিল। [ বিস্মিতভাবে লাফাইয়া উঠিয়া ] কি বললেন? শোধ? শোধ করা? রাজাবাহাদুর, আপনি বনেদী বংশের লোক,

আপনার কাছ থেকে এমন কথা আশা করি নি। ভাল উকিলে বলে—খুন ক'রে ফেলো, তবু জখম ক'র না। তেমনই শোধ করবার ন্যূনতম ইচ্ছা থাকলে কখনও ধার করবেন না; ধার করবেন ওটাকে নিজের টাকা ভেবে। বাঙালীর অভিধান থেকে 'শোধ' শব্দ আমি তুলে দোব।

কাঁকুড়গাছি। তবে আপনি এই ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছেন কেন?

অখিল। আমি একই ব্যাঙ্কে, একই টাকার জন্যে একাশিজন পাওনাদারকে চেক দিয়েছিলাম। ওরা ব্যাঙ্কে গিয়ে ডারবিনের Natural Selection-এর নিয়ম অনুসারে মারামারি বাধিয়ে দেয়; দুজন নিহত, সাতজন আহত, ব্যাঙ্কের কেরানী একজন মরেছে, ম্যানেজারের পকেট-মারা গেছে, পুলিস থামাতে গিয়েছিল, তার কান কামড়ে দিয়েছে। এখন এসবের জন্যে আমি দায়ী হব কি না, তাই জানতে এসেছি।

কাঁকুড়গাছি। অখিলবাবু, আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। আপনার একখানা ছবি আমাকে দেবেন।

অখিল। ধারে?

মিঃ ব্রাউন। আমি বাংলা জানে।

দুধুরিয়া। হম্‌ভি বাংলা জানে; দেখো, কেমন বোলতা হ্যায়।

মিঃ ব্রাউন। I repay debts—ইহার বাংলা কি আছে?

দুধুরিয়া। হামি শোধনা।

মিঃ ব্রাউন। Not শোডি? হামি ডার করি means I repay debt?

দুধুরিয়া। ধারনা কিম্বা শোধনা—উহার একঠো হোবে।

মিঃ ব্রাউন। I'm sure ডার না; ask that gentleman, বাবু, what is the Bengali for repay?

অখিল। There's no such word for it in Bengali.

মিঃ ব্রাউন। D-d lucky.

ঢুধুরিয়া। শালে ভগবান! বাংলাকো রাষ্ট্রভাষা বনায়ে গা।

মিঃ ব্রাউন। I have a new interpretation of the Bible, I think, Original Sin means paternal debt.

অখিল। Might be, Jesus was a Jew.

মিঃ ব্রাউন। D-d godly. বাঙালীর মটন এমন ইন্টেলিজেন্ট জাটি ডেখে নাই।

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ক্লাসের ঘণ্টা পড়িল; যে যাহার সীটে নোট-বই লইয়া বসিল; সনৎকুমার রেজিষ্টার-বই হাতে প্রবেশ করিল; সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল

সনৎকুমার। Take your seats.

রেজিষ্ট্রিকরণ

| | |
|---|---|
| রাজাবাহাদুর, কাঁকুড়গাছি— | Present Sir. |
| অখিলচন্দ্র আইচ, B. M. | Yes Sir. |
| রজনীকান্ত, প্রেসম্যানেজার | Here Sir. |
| বনোয়ারীলাল, বস্ত্র-ব্যবসায়ী | Present Sir. |
| মিঃ ব্রাউন | Here Sir. |
| ঢুধুরিয়া | ইধার হ্যায়। |
| মোহনলাল | Yes Sir. |
| মহাদেবকুমার | Here Sir. |
| সুরেশ্বর দাস | Present Sir. |

সনৎ। ধার-শোধের নামতা আবৃত্তি কর দেখি।

ছাত্রগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাক-নামতা পড়িতে লাগিল, রাজাবাহাদুর সর্দ্দারপোড়ো, সে আবৃত্তি করে, সকলে সমস্বরে তাহার অনুসরণ করে

ছাত্রগণ। ধার একে ধার
কে—করে তোয়াক্কা কার ॥
ধার দুগুণে ধার
হও—একটু হুঁশিয়ার ॥
তিন ধারে ধার
কর—মিঠা বচন সার ॥
চার ধারে ধার
হও—মালিক বেনামদার ॥
পাঁচ ধারে ধার
খোলা—আদালতের দ্বার ॥
ছয় ধারে ধার
দাদা—খত বদলে সার ॥
সাত ধারে ধার
কর—কিস্তিবন্দী তার ॥
আট ধারে ধার
কে—কিস্তি দেয় কার ॥
নয় ধারে ধার
হোক—বডি ওয়ারেণ্ট বার ॥
দশ ধারে ধার
দাদা—হওগে পগার পার ॥

সনৎ। বেশ। ব'স সকলে। পড়া তৈরি করেছ? আচ্ছা, তুমি বল রাজাবাহাদুর, জগতে কয়টি জাতি?

রাজাবাহাদুর। দুটি মাত্র মূল জাতি—উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ।

সনৎ। Very good. তুমি বল অখিলচন্দ্র, বনেদী বংশের লক্ষণ কি?

অখিল। যাহারা সুযোগ পাইলেই ধার করে; প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক।

সনৎ। Very good. তুমি রজনীকান্ত, ধার কখন বনেদী হয়?

রজনী। সুদ যখন আসলের বেশি হয়।

সনৎ। বেশ। মিঃ ব্রাউন, ধার ও চুরির মধ্যে প্রভেদ কি?

ব্রাউন। Me Sir?

সনৎ। Yes.

ব্রাউন। ব্যকটিগট ডারকে চুরি বলে and জাটিগট ডারকে কহে ডার, because কোনটাই কেহ শোড করে না, যেমন National Debt.

সনৎ। No.

ব্রাউন। Yes Sir, আপনি ইউরোপের ইটিহাস পড়িয়াছেন না।

সনৎ। You, ঢুধুরিয়া?

ঢুধুরিয়া। ধার করিলে খাতা বদলাইতে হয়, চুরি করিলে নাম।

সনৎ। No.

ঢুধুরিয়া। আপ তো Sir, মাড়োয়ারীকো উজ্জল ইতিহাস অবগত নেই আছেন।

সনৎ। You অখিলচন্দ্র?

অখিল। যে টাকা বলিয়া লওয়া হয় তাহা ধার, আর যাহা না বলিয় লওয়া হয় তাহা চুরি। দুটারই পরিণাম সমান, কেবল গ্রহণের প্রথা বিভিন্ন।

সনৎ। There you are. চুরি নির্ব্বোধে করে, ধার করিতে বুদ্ধির দরকার। চুরির বৈজ্ঞানিক নাম ধার।

ঢুধুরিয়া ও ব্রাউন। বাঙ্গালী লোক বহুৎ scientific আছে।

সনৎ। পাওনাদার আসিলে কি উপায়ে তাহাকে ঠেকাইতে হয়? কে পার? You, you, you? nobody?

বস্ত্র-ব্যবসায়ী। খাটের তলে লুকাইতে হয়।

সনৎ। এ কথা শেখবার জন্যে স্কুলে আসবার দরকার নেই। Disgrace!

রজনী। পাওনাদার আসিবামাত্র তাহাকে টাকা চাহিবার সময় না দিয়া, সে যত টাকা পায়, তাহার অন্তত দ্বিগুণ টাকা চাহিয়া বসিবে।

সনৎ। That's good. আচ্ছা, বাড়িতে করবার জন্যে **task** লিখে নাও।

( ১ ) Solve the equation—

Income o = 365 days + ( leap year 1 day )

( ২ ) Write an essay on জগতে অর্থ অনেক, ধার করিবার জন্য জীবন ক্ষুদ্র; on the model of—Art is long, Life is short.

এবার তোমরা স্থির হয়ে ব'সে আজকের বক্তৃতা শোন; নোট ক'রে নিতে ভুলো না।

সকলে নোট-বই লইয়া প্রস্তুত হইল

সনৎ। ছাত্রগণ, তোমরা এইমাত্র শুনিলে, জগতে দুটি মাত্র মূল জাতি—উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ। জগতের ইতিহাস পড়িলে জানিতে পারিবে, চিরদিন এই দুই জাতির মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

উত্তমর্ণগণ নিজেদের স্বার্থের জন্য অধমর্ণদিগকে বরাবর ধিক্কার দিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাতে অধমর্ণদিগের লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই, যেহেতু কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে ধার করিবে না এমন বিধান নাই। যীশুখ্রীষ্টের দশ আদেশের মধ্যেও ঋণ করিবে না, এমন কোন বিধান আছে?

ব্রাউন। My Lord, মহা সট্য কঠা। Let me note.

সনৎ। কিন্তু তিনি স্বয়ং ইহুদী ছিলেন বলিয়া নিজের class interestএর জন্য ঋণ করিবে না এমন কথা না বলিলেও, ঋণ করিবে, ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই। বোধ হয় তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা ছিল, এবং সেইজন্যই Judas তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল।

ব্রাউন। My lord, বাইবেলের নূটন ব্যাখ্যা!

সনৎ। কিন্তু সনাতন হিন্দু ঋষিগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, মহর্ষি চার্ব্বাকের সেই হৃদয়সান্ত্বনাকারী বচন—

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

ঢুধুরিয়া। তবে তো হামাকে ঘৃতের ব্যবসা ছোড়তে হোবে।

সনৎ। ছাত্রগণ, উত্তমর্ণগণ নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য Economics নামে এক শাস্ত্র রচনা করিয়াছে, যাহাকে আমি বলি a science of selfishness। এতদিন পরে অধমর্ণদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য আমি এক শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহার নাম—Debtology, যেমন Philology, Geology, Theology, Geneology, তেমনই Debt সম্বন্ধে বিজ্ঞান Debtology। এই শাস্ত্রের সাহায্যেই ধনী ও ঋণীর মধ্যে সাম্য স্থাপিত হইবে।

রাশিয়াতে এইরূপ সাম্য স্থাপনের নাম লেনিনাইজ করা, কারণ উহা লেনিন নামক এক ব্যক্তির আবিষ্কার। কিন্তু তাহাতে অনেক বিঘ্ন। আমরা রক্তপাতের মধ্যে যাইব না, রাজার আদালতের সাহায্যেই এই ধনসাম্যবাদ স্থাপিত হইবে।

ব্রাউন। I say sir, ইহা যে ক্রমে সিডিশনের মট শোনাইটেছে।

সুনং। Never mind. স্বয়ং ভারতসম্রাট ইংলণ্ডেশ্বরের বহু বহু কোটি পাউণ্ড ঋণ। তিনিও মনে মনে চরম ধনসাম্যবাদী। আমরা যদি এই উপায় আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তিনি loyaltyর পুরস্কারস্বরূপ আবিষ্কর্ত্তাকে—

ব্রাউন। Chancellor of the Exchequer ?

সনং। না, ততখানি তিনি সাহস করিবেন না। তবে নাইটহুড দিতে পারেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধমর্ণ ও সম্ভাবিত অধমর্ণদিগকে ঋণ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। এই উপায়ে উত্তমর্ণদের ঘরের টাকা, হুণ্ডি, হ্যাণ্ডনোট, মর্গেজ, জামিনের আইনসঙ্গত পথ বাহিয়া ক্রমে আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এরূপ হইলে দেখিতে পাইবে, যে টাকা উত্তমর্ণদের ঘরে অকারণে পড়িয়া আছে, তাহা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া ধনী ঋণী উভয়ের ঘরে বিস্তারিত হইয়া জগতে ধনসাম্যের সত্যযুগের সৃষ্টি করিবে। আমরা "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—ইহা ব্যর্থ করিয়া দিব, আমরা বলিব—দেনায়াং বসতে লক্ষ্মীঃ।

ব্রাউন। Wonderful !

অখিল। তা হ'লে আমি একজন বড় ধনসাম্যবাদী। অনেকের ধন নিজের ঘরে এনে সাম্য স্থাপন করছি।

রাজাবাহাদুর। আমরা তিন পুরুষ থেকে—

একে একে পাওনাদারগণের প্রবেশ—চাল, ডাল, নুন, তেল,
দুধ, বস্ত্র, মোটর ইত্যাদি

বস্ত্র। সনৎবাবু, আর কতদিন ঘোরাবেন?

তেল। মশায়, তেল দিয়ে এত সাধা যায় না।

মোটর। এই যে অখিলবাবু, আপনি এখানে? আপনার টাকা?

দুধ। ব্রাউন সাহেব, গয়লার ধার রাখবেন না।

চাল। বাঃ রে, রাজাবাহাদুর! ভালই হয়েছে, টাকাটা?

ডাল। বাঃ, সকলকে এক স্থানে পাওয়া গেছে, এমন সুযোগ হয় না। দিন, টাকাগুলো দিন।

ব্রাউন। Sir, Debtology দ্বারা রক্ষা করুন।

সনৎ। কোন ভয় নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনাদেরও একসঙ্গে পাওয়া গেছে। প্রত্যেককে আর স্বতন্ত্রভাবে বলতে হবে না। এস ছাত্রগণ, আমাদের যা বক্তব্য আছে, তা সমস্বরে বলা যাক।

সনৎকুমারকে অনুসরণ করিয়া ছাত্রগণের গান

সনৎকুমার ও ছাত্রগণ।

ধার আর মার ভিন্ন নহে গো,
লোকে করে শুধু ভুল;
পাপীরে তরাতে যুগল তরণী—
এক শাখে দুটি ফুল।
যাহা ধারে পাবে, তখনি লইবে—
নুন, তেল, চাল, ডাল;
ঈষৎ হাসিয়া তেরছ নয়নে
বলিবে, দামটি কাল।

মূর্খ দোকানী অর্থ না বুঝে
পরদিন আসে যদি,
আবার বলিবে, কাল এস সখা—
কাল সে যে নিরবধি।

পাওনাদারগণ। [ সমস্বরে ]
"ভুল করেছিনু সখা, ভুল ভেঙেছে।"

দেনদারগণ। হ্যাণ্ডনোটে ধার ধারের সে রাজা,
স্বাক্ষরে নাহি দুখ।
কালির আঁচড়ে টাকা মেলে যদি,
নেবে না কে উজবুক?
মর্‌গেজে ধার বনেদী প্রথা সে,
বাঁধা দাও পাঁচ বার;
একই জমির পাঁচটি মালিক—
যেন পাঁচ স্বামী কৃষ্ণার।
মানুষ জামিনে ধার যদি পাও,
নিও তা, ক'র না ভয়,
কারণ মানব নহে গো অমর—
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
আদালতে যদি টেনে নিয়ে যায়,
নিক, ভয় পাবে নাকি?
ভাল দেখে এক উকিল লাগিও।
—তবে তাহারেও দিও ফাঁকি।

পাওনাদারগণ। [ সমস্বরে ]
"ভুল করেছিনু সখা, ভুল ভেঙেছে।"

দেনদারগণ। শুধু কাবুলীর কাছে ক'র নাকো ধার,
সে বড় নীরস মাটি,
স্থানে অস্থানে বের ক'রে বসে
কাবুলী বাঁশের লাঠি।
কেবা ঋণী আর কেবা দেন্দার—
বুঝি নে ভবের ভাও,
জগৎ মিথ্যা—সে জগতে ঋণ,
কাজেই মিথ্যা তাও।

পাওনাদারগণ। [ সমস্বরে ]
"ভুল করেছিনু সখা, ভুল ভেঙেছে।"

দেনদারগণের কোরাস

তবে ধার ক'রে নে মনের সাধে,
জীবন কটা দিনই !
যদি শুধতে নারিস, লজ্জা কিসের,
রইবি চিরঋণী ॥

দেনদারগণ পাওনাদাদের প্রতি মাথা ঈষৎ নত করিয়া

মোরা রইনু চিরঋণী—
মোরা রইনু চিরঋণী ॥

পাওনাদারগণ। [ সমস্বরে ]

দেনদারগণের প্রতি মাথা ঈষৎ নত করিয়া

"ভুল করেছিনু সখা, ভুল ভেঙেছে।"

## দ্বিতীয় দৃশ্য

সুরদাসবাবুর বৈঠকখানা, দুই তিন জন আধা ভদ্রলোক বসিয়া আছে

১ম ব্যক্তি। বুড়োর আবার এ কি শখ ভাই ?

২য় ব্যক্তি। এটা আর বুঝলি না ? বুড়োর বক্তৃতা দেবার বাতিক, কিন্তু কেউ তার বক্তৃতা শুনতে চায় না। আগে ওকে সভাপতি করত, এখন কেউ ডাকে না, তাই পয়সা দিয়ে লোক ধ'রে বক্তৃতা করে।

১ম ব্যক্তি। তাই আমাদের আগমন ! যাক, বড়লোকদের এ রকম নিরীহ শখ হ'লে গরিবরা টাকাটা সিকেটা পায়।

২য় ব্যক্তি। কিন্তু পয়সার লোভেও যে আর বেশিদিন আমার ধৈর্য্য থাকবে, তা মনে হয় না। ঐ বুড়ো আসছে, সংযত হয়ে ব'স।

সুরদাসবাবুর প্রবেশ

সুরদাস। এই যে, আপনারা এসেছেন। আজ আপনাদের কাছে আমি গোজাতি পালন সম্বন্ধে বক্তৃতা করব।

—এই যে সনাতন দেশ, যাহার আধুনিক নাম ভারতবর্ষ, পৌরাণিক নাম জম্বুদ্বীপ, যেখানে জীবে আর শিবে প্রভেদ করা হয় না, যেখানে মানবকে দেবত্ব এবং পশুকে মনুষ্যত্ব দান করা হইয়াছে, যেখানে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা প্রভৃতি নির্জ্জীব জড়পিণ্ডকে প্রাণবানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, আমরা সেই দেশের সন্ততি।

২য় ব্যক্তি। মশায়, বলবেন বললেন গোজাতি সম্বন্ধে, আর বক্তৃতা করছেন আমাদের সম্বন্ধে !

স্বরদাস। একেই বলে আর্ট। সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে—যেখানে সীতা সাবিত্রী কুন্তী দময়ন্তী লীলা খনাবতী গার্গী মৈত্রেয়ী এবং—

হর্ষনাথ ও বৃদ্ধের ছদ্মবেশী সনৎকুমারের প্রবেশ

—এই যে, আপনারা এসেছেন—আপনি বুঝি সেই বনগ্রাম কৃষক সম্মিলনীর পক্ষ থেকে—

হর্ষনাথ। না, ইনি—

স্বরদাস। ওঃ, বুঝেছি, নিখিল-ভারত কুকুররক্ষা সমিতির—

হর্ষনাথ। না না, ইনি—

স্বরদাস। আচ্ছা, যেখান থেকেই আসুন, আমার গোজাতি সম্বন্ধে বক্তৃতাটা শুনুন।

হর্ষনাথ। ইনি মঞ্জরীর নতুন গানের শিক্ষক। এঁকে আগে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন, তার পরে বক্তৃতা হবে।

স্বরদাস। তা বটে। আচ্ছা, আপনার পাশের ঘরে গিয়ে বসুন; আমি সেখানে যাচ্ছি।

দুই তিন জন ব্যক্তির প্রস্থান

হর্ষনাথ, এঁকে সমস্ত বলেছ?

হর্ষনাথ। আজ্ঞে হঁ্যা। ইনি বড় ভাল লোক।

স্বরদাস। আপনি তা হ'লে শুনেছেন, আগে যে গান শেখাত, তাকে ছাড়িয়ে দিলাম কেন?

সনৎ। সব শুনেছি। বেশ করেছেন। গান শেখাতে এসে অন্য কিছু শেখানো বড়ই অন্যায়।

স্বরদাস। ঠিক বলেছেন। সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আমার একটা বক্তৃতা তৈরি আছে।

সনৎ। বেশ, কালকে শুনব। সেই ছোকরার মত আমাকে দিয়ে বোধ করি ভয় নেই ?

সুরদাস। আরে না না, আপনার মত উদার—

সনৎ। উদার টাকসম্পন্ন বৃদ্ধের—

সুরদাস। আহা, কি যে বলেন !

সনৎ। মিথ্যা বলছি ? চুল তো আমার নেই বললেই হয়, যে দু চার গাছা আছে, তা বার্দ্ধক্যের নিশানের মত ঝুলছে।

সুরদাস। আচ্ছা, আপনারা বসুন। আমি মঞ্জীরকে ডেকে আনি। সে আবার সনৎকে আসতে দেওয়া হবে না শুনে বেঁকে বসেছে, গান শিখবে না।

সুরদাসবাবুর প্রস্থান

হর্ষনাথ। মাস্টার মশাই, আপনার হাতেই এখন প্রাণ। আপনাকে তো সবই খুলে বলেছি। সনতের সঙ্গে প্রেমের পাল্লায় কিছুতেই না পেরে সুরদাসবাবুকে দিয়ে তাড়িয়েছি। কিন্তু তাতেও ভরসা হচ্ছে না। আপনি গান শেখাবার সময় মাঝে মাঝে আমার প্রশংসা করবেন ; ওর মনটা যাতে আমার প্রতি সদয় হয়।

সনৎ। হর্ষনাথবাবু, আমাকে যে আপনি বিশ্বাস ক'রে সব কথা বলেছেন, এতে আমি যথার্থই সুখী হয়েছি। আপনার মত গুণী ব্যক্তির যদি মঞ্জরী দেবী সম্মান না করতে পারেন, তবে সেটা কি আপনার দুর্ভাগ্য ?

হর্ষনাথ। আপনি প্রকৃত উদার ব্যক্তি। বিয়েটা হয়ে গেলে আপনার পেন্‌শনের ব্যবস্থা ক'রে দোব।

সনৎ। তার চেয়ে বুড়ো মানুষকে যদি একখানা বাড়ি দান করেন।

হর্ষনাথ। বেশ তো, বিয়েটা হ'লেই ঋণের জন্যে সনতের বাড়িটা কিনে নিয়ে আপনাকে দোব।

সনৎ। আপনার কথায় এমনই আশ্বস্ত হলাম, মনে হচ্ছে, সে বাড়িটা এখনই আমার হয়েছে।

হর্ষনাথ। আর মাঝে মাঝে সনতের নিন্দা করবেন, যাতে মঞ্জরী ওর ওপরে রাগ করে।

সনৎ। দেখুন, রাগটা ভাল নয়, ওর থেকে অনেক সময়ে অনুরাগ জন্মে থাকে।

হর্ষনাথ। তবে ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা যা হয় একটা জন্মে দেবেন।

সনৎ। আমি দেখছি, সনতের আর কোনও আশা নেই।

হর্ষনাথ। আবার আশা! আমি যদি তাকে কখনও ইচ্ছা ক'রে এ বাড়িতে ডেকে না আনি, তবে আর এখানে আসবার তার কোনও আশা নেই।

সনৎ। তবে তাকে মাঝে মাঝে এখানে আনবেন মনে হচ্ছে।

হর্ষনাথ। আমি আনব? পাগল হয়েছেন? আপনি বৃদ্ধ হ'লেও মনটি এখনও আপনার বৃদ্ধের মত কুটিল হয় নি। ওই যে, ওঁরা আসছেন; আমার কথা মনে থাকে যেন।

**সুরদাসবাবু, মঞ্জরী ও তাহার কুকুর টমের প্রবেশ**

সুরদাস। গান শিখবে না? কেন শিখবে না, শুনতে চাই।

মঞ্জরী। মাথা ধরেছে।

সুরদাস। মাথা ধরেছে! সেই হতভাগাটাকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে কেবলই মাথা ধরছে! বলুন তো মাস্টার মশাই, এটা প্রেম নয় তো কি?

সনৎ। প্রেমও হ'তে পারে, আবার জলের দোষও হতে পারে।

সুরদাস। না না, আমি মেয়েমানুষের মন বুঝি, বুঝলে? ওসব কথা ভুলে গিয়ে এর কাছেই তোমাকে গান শিখতে হবে।

মঞ্জরী। আমি গান শিখব না।

সুরদাস। একশো বার শিখবে। মাস্টার মশাই, আরম্ভ করুন।

সনৎ। দেখুন, ওঁর মনটা ভাল নেই। আপনারা যান, দুচারটে গান গাইলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

সুরদাস। চল হর্ষনাথ, আমরা যাই। হ্যাঁ, ভাল কথা, মাস্টার মশাই, ওকে আধ্যাত্মিক গান শেখাবেন; ওসব গজল, টপ্পা চলবে না।

হর্ষনাথ। সে সব আমি ব'লে দিয়েছি।

সুরদাসবাবু ও হর্ষনাথের প্রস্থান

সনৎ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; মঞ্জরী অন্য দিকে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল

সনৎ। ঘুরে ব'সে গান শিখুন।

মঞ্জরী। না, আমি শিখব না, আপনি যান।

সনৎ। আপনি না শিখলে আমার চাকরি যাবে, খাব কি?

মঞ্জরী। সে আমি কি জানি! বিরক্ত করবেন না।

সনৎ। আপনি সনৎবাবুর কাছ থেকে গান শিখবেন? কিন্তু হর্ষনাথবাবুর তাতে যে আপত্তি।

মঞ্জরী। ব'য়ে গেল।

সনৎ। কিন্তু তাঁর মত উদার, বদান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে অবহেলা করা কি—

মঞ্জরী। আপনি কি তাঁর হয়ে ওকালতি করবার জন্যে এসেছেন?

সনৎ। না, গান শেখাতে এসেছি। কিন্তু গান যখন শিখবেন না, কাজেই—

মঞ্জরী। আপনি ঘুষ খেয়েছেন।

সনৎ। হ্যাঁ, সেইজন্যেই বলছি, হর্ষনাথকেই আপনার বিয়ে করতে হবে।

মঞ্জরী। কি, এত বড় কথা! আপনি যান এখান থেকে। যাবেন না? আমি চললাম।

দ্বার খুলিতে নিযুক্ত

সনৎ হঠাৎ গোঁফ, দাড়ি, টাক খুলিয়া

সনৎ। একবার দেখুন তো।

মঞ্জরী সনৎকে চিনিয়া বিস্মিত

মঞ্জরী। একি! তুমি? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

সনৎ। চুপ কর; নিজ বেশে তো আসা নিষেধ, তাই মাস্টারের ছদ্মবেশে এসেছি।

মঞ্জরী। কি সর্ব্বনাশ, যদি ধ'রে ফেলে?

সনৎ। কে ধরবে? তুমিও তো পার নি।

মঞ্জরী। সত্যি, আমি কি বোকা! মাগো!

সনৎ। যদিও বিনয় ক'রে বললে, তবু কথাটা সত্যি।

মঞ্জরী। কিন্তু এ রকম ক'রে কতদিন চলবে?

সনৎ। সে সব ভাবনা আমার; তুমি লোকের সম্মুখে আমাকে মাস্টার ব'লেই মনে ক'র।

মঞ্জরী। কিন্তু যতক্ষণ এই ঘরের মধ্যে থাকবে, তোমার চুল দাড়ি খুলে রাখতে হবে।

সনৎ। সে হবে এখন। ওই শোন, কে যেন আসছে!

ছদ্মবেশ ধারণ

হর্ষনাথ। [ বাহির হইতে ] মাস্টার মশাই, দরজাটা একবার খুলুন তো।

দ্বার মোচন, হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। কই, গান শেখাচ্ছেন না?

সনৎ। শেখাব কি ক'রে—ওঁর মাথা এমনই ধরেছে যে, কথাই বলতে পারছেন না।

হর্ষনাথ। মাথা-ধরাটা সত্যি নয়। আসল কারণ জানি। আচ্ছা, আমি সারিয়ে দিচ্ছি। মাস্টার মশাই, আমি 'পাতিব্রত্যের প্রথম ভাগ' ব'লে একখানা বই লিখেছি, তাতে পতিব্রতা স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ আছে। আপনি এটা ওকে প'ড়ে শোনান। আপনার মত গুণী বৃদ্ধের মুখ থেকে শুনলে কথা-গুলো ওর বিশ্বাস হবে।

সনৎ। তাতে আর সন্দেহ কি! এমন কি মাথা-ধরা ছেড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

হর্ষনাথ। শোন মঞ্জরী, সংযত হয়ে ব'স, অবধান কর।

সনৎ। কায়মনোবাক্যে সদা পতিরে ভজিবে।
নতুবা অনন্ত কাল নরকে মজিবে॥

হর্ষনাথ। কায়মনোবাক্যের ব্যাখ্যা যথাসময়ে করব।

সনৎ। সতীত্ব রতন আহা কাঁচের খেলনা।
হঠাৎ ভাঙিতে পারে বেশি নাড়িও না॥

হর্ষনাথ। মাস্টার মশাই, ওকালতি না ক'রে কবিতা লিখলেও আমি shine করতাম।

সনৎ। অবশ্যই।

উত্তমর্ণ-সম জেনো পরপুরুষেরে।
তোমার অমূল্য রত্ন নিতে পারে কেড়ে॥

ধন মন তুই দ্রব্য সঁপিবে প'তিরে।
একমাত্র বন্ধু সেই সংসারের তীরে॥

হর্ষনাথ। মাস্টার মশাই, লাগছে কেমন?

সনৎ। আমি আর কি বলব? ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

মঞ্জরী। আমি গান শিখব।

সনৎ। দেখছেন, আপনার উপদেশ শুনে ওঁর মাথা-ধরা ছেড়ে গেছে। কোথায় লাগে স্মেলিং সল্ট!

মঞ্জরী। হর্ষনাথবাবু, আপনি যান; মাস্টারকে তো পয়সা দিতে হবে, সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি?

হর্ষনাথ। আপনার ব্যবসাবুদ্ধি দেখে অত্যন্ত সুখী হলাম। হ্যাঁ, বাপের মেয়ে বটে। মাস্টার মশাই, চললাম, দু-চারটে আধ্যাত্মিক গান শিখিয়ে দিন। যাওয়ার সময় একবার দেখা ক'রে যাবেন।

হর্ষনাথের প্রস্থান; দ্বার বন্ধ করণ; ছদ্মবেশ মোচন

মঞ্জরী। আমি পারব না।

সনৎ। কি পারবে না?

মঞ্জরী। এমন ছলনা করতে।

সনৎ। তাতে কি হয়েছে?

মঞ্জরী। কি হয়েছে, তুমি পুরুষ মানুষ কি ক'রে বুঝবে? যে সে এসে যা তা ব'লে যাবে, একেবারে তোমার সম্মুখেই?

সনৎ। আড়ালে বললে বুঝি ভাল লাগে?

মঞ্জরী। দেখ, ঠাট্টারও একটা সীমা আছে।

সনৎ। সত্যি বলছি, আমাকে যদি যে সে মেয়ে এসে এমন ক'রে বলে, তবে তো ভালই লাগে।

মঞ্জরী। তোমরা পুরুষ জাতটাই অমনই।

সনৎ। রাগ ক'র না, লক্ষ্মী; চুপ ক'রে রইলে যে, রাগ হ'ল?

মঞ্জরী। তুমি কি বুঝবে, আমাকে সারাদিন কি অপমান সহ্য করতে হয়! আবার দাদামশাইও যেমন হয়েছেন! এমন তো ছিলেন না!

সনৎ। কয়েকদিন অপেক্ষা কর; আমি সুযোগ বুঝে সব কথা তোমার দাদামশাইকে বলব।

মঞ্জরী। কি টাকাই না হয়েছিল; পোড়া টাকার জন্যে এত দুঃখ আমার আর সহ্য হয় না। আমাকে তুমি এ অপমান অত্যাচার থেকে বাঁচাও।

সনৎ। মঞ্জরী, কটা দিন সহ্য ক'রে থাক। আমাকে তো বিশ্বাস কর, তবে?

মঞ্জরী। ওই যে, দাদামশাইয়ের পায়ের শব্দ।

সনৎ। শিগগির আরম্ভ কর—

উভয়ের গান। মন, তুমি কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

সুরদাস। [ বাহিরে ] মঞ্জরী, মাথা-ধরা ছাড়ল?

মঞ্জরী। ছেড়েছে দাদামশাই।

সুরদাস। [ বাহিরে ] অহো, সঙ্গীতের কি মহিমা! মাস্টার মশাই, যাবার সময় দেখা ক'রে যাবেন। আপনাকে সেই বক্তৃতাটা শোনাব।

সনৎ। আজ্ঞে, শুনব বইকি।

মঞ্জরী। [ মৃদুস্বরে ] কালকে দুবেলা এস।

সনৎ। নিশ্চয়ই। একটু ধৈর্য্য ধ'রে থেকো।

উভয়ের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

স্বরদাসবাবুর বাটীসংলগ্ন উদ্যান

ললিত। হর্ষনাথবাবু, আপনার কাছে আমি চিরঋণী রইলাম। মিস পুনর্ণবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার যে কি উপকার করেছেন, কেমন ক'রে বলব। এমন অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখি নি।

হর্ষনাথ। আমিও দেখি নি মশাই। ওঁর জন্যে ছজন আত্মহত্যা করেছে, চারজন নরহত্যা করেছে, পাঁচজন ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে, দশজন ফাণ্ড ভেঙেছে, ফিরিঙ্গীদের মধ্যে সতরোটা ডিভোর্স হয়েছে।

ললিত। আমি কি তা হ'লে পেরে উঠব ?

হর্ষনাথ। বলেন কি মশাই ? আপনার কথা স্বতন্ত্র। একটা গোপনীয় কথা বলছি, দেখবেন, আপনি যেন আবার মিস পুনর্ণবাকে ব'লে দেবেন না। উনিও আপনার জন্যে পাগল।

ললিত। আর আমাকে পাগল করবেন না হর্ষনাথবাবু।

হর্ষনাথ। কিন্তু একটু বিঘ্ন আছে, মণিকা যদি জানতে পারেন ?

ললিত। সে তো জেনে ফেলেছে ; কিন্তু তাতে হয়েছে কি ?

হর্ষনাথ। না, এমন কিছু নয়। ওই যে, মিস পুনর্ণবা আসছেন, আমি চললাম।

হর্ষনাথের প্রস্থান

ললিত। পুনর্ণবা, পুনর্ণবা, আহা, কি সুন্দর নামটি! যেন মানুষটি মূর্ত্তি ধ'রে এসে দাঁড়াল—পুনর্ণবা! শেক্‌স্পীয়র বলেছেন, Whats in a name! কিন্তু এ যে নামেই সব, যেন তার আর সব ফাঁকি, সত্য কেবল ঐ নামটি। পুনর্ণবা! আর অর্থ কি, না পুনঃ পুনঃ নূতন, ফিরে ফিরেই নূতন! বাস্তবিক, এ কদিন দেখছি, কিন্তু কখনও পুরনো ব'লে মনে হয় না।

পুনর্ণবার প্রবেশ

এই যে, আপনার আশাপথ চেয়ে ছিলুম। দেখুন, এই তো সবে সেদিন দেখা হ'ল, কিন্তু মনে হয়, যেন কত জন্মের পরিচয়।

পুনর্ণবা। হবেই তো। বিদ্যাপতি বলেছেন, লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

ললিত। কবি ঠিক কথাই বলেছেন। লাখ লাখ যুগ, তবু সত্যি বলছি, আপনার সত্য পরিচয় পেলাম না।

পুনর্ণবা। আমার সত্য পরিচয় যদি পান, দেখবেন, আমাকে যা ভাবছেন, তা নই।

ললিত। ঠিক বলেছেন। রবিবাবুর সেই কবিতাটি মনে পড়ছে, "শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।"

পুনর্ণবা। কবি কি কথাই না বলেছেন! আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, বিধাতা আমাকে নারী ক'রে সৃষ্টি করেন নি।

ললিত। "অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।"

পুনর্ণবা। এবার কিন্তু কবির ভুল, আমি ষোল আনাই কল্পনা।

ললিত। মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হয়।

পুনর্ণবা। কিন্তু সর্ব্বদা মনে হ'লে আমার পক্ষে বিপদ।

ললিত। সে কথা সত্যি। তাতে নারীত্বের অপমান।

পুনর্ণবা। শুধু অপমান নয়, নারীত্বের অবসান পর্য্যন্ত ঘটতে পারে।

ললিত। তা হ'তেই পারে, কারণ নারী তো একার সৃষ্টি নয়, সে যে—

"লজ্জা দিয়ে সজ্জা দিয়ে দিয়ে আবরণ
তোমারে দুর্ল্লভ করি করেছে গোপন।"

পুনর্ণবা। নাঃ, রবিবাবুকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে প্রকৃত গুণীর সম্মান করা হয়েছে। কার সাধ্য ছিল—সজ্জা, বসন, ভূষণ ছাড়া আমাকে নারী ক'রে গড়ে? বাস্তবিক, আমার স্বরূপকে এরা গোপন করেছে ব'লেই আমার নারীত্বের মূল্য।

ললিত। সত্যি বলছি, সেইজন্যেই আমি আপনাকে চোখ দিয়ে দেখি না।

পুনর্ণবা। দেখবেন না, দেখবেন না, দোহাই আপনার।

ললিত। আপনাকে আমি সাধারণ নারী ব'লেই মনে করি না।

পুনর্ণবা। যা বলেছেন, আমি একটু অসাধারণ, তাতে সন্দেহ নেই।

ললিত। শুধু তাই নয়, আদর্শ নারীর যা দরকার, অর্থাৎ ভেতরে পুরুষের তেজ, এবং বাইরে নারীর কোমলতা, তা আপনার আছে।

পুনর্ণবা। এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য, আমার ভেতরটা সবই পুরুষের, এই বাইরেটাই নারীর।

এমন সময় বাহিরে সুরদাসবাবুর কণ্ঠস্বর

সুরদাস। যে দেশে দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী কুন্তী তারা মন্দোদরী খনা লীলাবতী মৈত্রেয়ী গার্গী—

ললিত। একটু বাইরে যাওয়া যাক, সুরদাসবাবু আসছেন। দেখা হলেই মুশকিল।

উভয়ের প্রস্থান

সুরদাসবাবুর প্রবেশ

সুরদাস। খনা লীলাবতী মৈত্রেয়ী গার্গী—কই, কেউ নেই? এখনই দেখলাম দুজন লোক, গেল কোথায়? দেশের যে দিন দিন কি হচ্ছে! ভাল কথা কেউ শুনতে চায় না! যাই, দেখি বাজারের দিকে।

প্রস্থান

মঞ্জরী ও মণিকার প্রবেশ

মঞ্জরী। তোকে বেড়াতে ডেকে এনে আচ্ছা বিপদে পড়লাম। দুজনে কথা বললেই প্রেমালাপ হবে—কি মুশকিল!

মণিকা। দেখ, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, চোখে আর সব ভুল দেখতে পারি, কিন্তু ওই সময় কখনও ভুল হয় না—তুই-ই বল। তোর কাছেও তো সনৎবাবুর আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

মঞ্জরী। সে কথা সত্যি ভাই। ললিতবাবুর অদৃষ্টে সুখ থাকলে তোর ভালবাসা ফেলে অন্য কোথাও যেত না।

মণিকা। না না, এমন কথা বলিস নি, যার যেখানে সুখ, সে সেখানে যাক।

মঞ্জরী। তবে তুই ভুগতে থাক।

মণিকা। মেয়েমানুষের সুখেও ভয়, দুঃখেও ভয়। চল, আমার এখানে একটুও ভাল লাগছে না।

উভয়ের প্রস্থান

মেজর গুপ্তর প্রবেশ

মেজর গুপ্ত। না, সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল! শেষে কি প্রেমেই পড়লাম কি? আপদ! কিন্তু নামটার মধ্যে মোহ আছে—পুনর্ণবা! এমন নাম শুনি নি। জীবনবীমার এজেন্ট! পৌরুষ

আর নারীত্বের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ ! এই অবস্থাটাকেই লোকে বোধ হয় প্রেম বলে। প্রেমের পরিণাম উন্মাদ রোগ, না উন্মাদ রোগের পরিণাম প্রেম—লক্ষণগুলো বই মিলিয়ে দেখতে হবে। মেজর গুপ্ত, সাবধান ! কিন্তু নামটি বেশ মিষ্টি—পুনর্ণবা, পুনর্ণবা ! যাক, সুরদাসবাবুর বাড়ি এসে একটা লাভ হ'ল। যাই, পুনর্ণবার সঙ্গে আর একটু ভাল ক'রে আলাপটা জমিয়ে আসি।

প্রস্থান

এক দ্বার দিয়া হর্ষনাথ ও অন্য দ্বার দিয়া মণিকার প্রবেশ

হর্ষনাথ। এই যে, আপনাকেই খুঁজছিলাম। দেখুন, ললিতের কাণ্ড দেখে সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলছে। আপনার সঙ্গে এ রকম ছলনা—আমার ইচ্ছে করছে, ওকে ধ'রে আচ্ছা ক'রে—

মণিকা। না না, আপনি কিছু বলবেন না।

হর্ষনাথ। আপনি যখন বললেন, তখন তাই হবে। আপনার কথার অবাধ্য আমি নই। আপনি শুধু হুকুম করুন, আমি তা পালন করব। কতদিন ভেবেছি, আপনাকে বলব ; কিন্তু মনের কথা মুখে বলবার ভাষা পাই নি। ইচ্ছে করেন তো বলি, আপনি আমার সর্ব্বস্ব, আপনি চিত্তের প্রথম অরুণোদয়, মনোজগতের গোধূলির সন্ধ্যাতারা, বিরহের অন্ধকার রাত্রির বিষাদের শিশির-সম্পাত, আপনি হৃদয়তরুর একমাত্র মঞ্জরী—

পশ্চাতের দ্বারে মঞ্জরীকে দেখিয়া

মঞ্জ—রী, এই দেখুন না, কেমন দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে কি না করছি !

মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণিকা, চল, আমি বের হচ্ছি, আমার গাড়িতে যাবি।

দুইজনের প্রস্থান

হর্ষনাথ। আ মরি বাংলা ভাষা! তোমার শব্দ-মাহাত্ম্যে কি বিপদটাই না কাটিয়ে দিলাম! মাইরি, রামমোহন বিদ্যাসাগর ভেবে ভেবে কি ভাষাই না সৃষ্টি করেছিল! কিন্তু বাবা, প্রেমে পড়া সহজ, প্রেম করা তো সহজ নয়। যাই হোক, বিষ ধরেছে মণিকার মনে। এখন বিষের কাজ বিষ করবে।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

সুরদাসবাবুর বাটীসংলগ্ন উদ্যান

হর্ষনাথ। দেখুন, সনতের নামে নালিশটা ঠুকে দিয়েছি

সুরদাস। কোন্ নালিশ?

হর্ষনাথ। সেই মঞ্জরীর টাকার।

সুরদাস। বেশ করেছ, কিন্তু আদায় হবে কি?

হর্ষনাথ। বডি-ওয়ারেণ্ট করবার ভয় দেখালেই হবে।

ছদ্মবেশী সনতের প্রবেশ

সনৎ। [ চাপা সুরে ] কি কথা হচ্ছিল হর্ষনাথবাবু?

হর্ষ। আপনার কাছে আর গোপন করব কেন, সনতের নামে পাওনা টাকার বাবদ নালিশ ক'রে দিয়েছি।

সনৎ। বেশ করেছেন, কিন্তু সেই বাড়িখানার কথা যেন মনে থাকে।

হর্ষ। সে এখন আপনার ব'লেই মনে করুন না। কিন্তু দেখবেন, সনৎ যেন কথাটা জানতে না পায়।

সনৎ। বিলক্ষণ! আপনি যদি তাকে না বলেন, আমি বলছি না।

হর্ষ। আমি বলব! কিন্তু আমার কথা যেন আপনার মনে থাকে।

স্থর। মাস্টার মশাই, আপনার ছাত্রী গান শিখছে কেমন?

সনৎ। এমন মনোযোগ দেখি নি।

স্থর। মাস্টার মশাই, আপনি বৃদ্ধ হ'লেও আপনার মধ্যে একটি যুবক লুকিয়ে আছে, নইলে এরই মধ্যে আমার নাতনীকে বশ করলেন কি ক'রে?

সনৎ। [ স্বগত ] কি সর্ব্বনাশ, টের পেয়েছে নাকি? [ প্রকাশ্যে ] আপনার আশীর্ব্বাদ আর সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে সবই সম্ভব।

স্থর। তা বেশ হয়েছে। এবার আমার নিখিল-ভারত ছাগপালন সম্বন্ধে বক্তৃতাটা শুনিয়ে দিই।

সনৎ। এর চেয়ে আর আনন্দের কি হতে পারে? কিন্তু যে জন্যে আমাকে বেতন দেন, সে কাজ তো অবহেলা করতে পারি না।

হর্ষ। আপনার কর্ত্তব্য-জ্ঞান দেখে অত্যন্ত প্রীত হলাম।

সনৎ। কর্ত্তব্য-জ্ঞান না থাকলে আর দুবেলা গান শেখাতে আসি! বেতন তো পাই শুধু এক বেলার জন্যে।

স্থর। আপনারা তা হ'লে থাকুন, দেখি আমি, পথের মোড়ে কাউকে পাই কি না। আজকাল ভাল কথা শোনবার লোকের একান্ত অভাব। অথচ মনে কর—

যাইতে যাইতে

এই দেশে খনা লীলাবতী দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ী—

প্রস্থান

হর্ষ। তারপরে মাস্টার মশাই, আমার কাজ কতদূর এগুল, মঞ্জরীকে আমার কথা-টথা বলছেন তো?

সনৎ। বললে বিশ্বাস করবেন না, আপনার কথা শুনলে তিনি লাল হয়ে ওঠেন।

লজ্জায়?

সনৎ। না, রাগে।

হর্ষ। রাগে? কি সর্ব্বনাশ!

সনৎ। ভয় পান কেন? রাগ শব্দের তো নানা অর্থ আছে।

হর্ষ। যাক, বাঁচলাম। কিছু বলেন?

সনৎ। একেবারে কিচ্ছু না।

হর্ষ। কি বিপদ!

সনৎ। ভীত হবেন না। যে সব কথা তাঁর মনে হয়, তা কি এই বুড়ো মাস্টারকে বলবার মত?

হর্ষ। ওঃ, বুঝেছি। তা হ'লে সনৎটার আর কোন আশা নেই?

সনৎ। আমি আসবার আগে যেটুকু ছিল, তার বেশি নেই।

হর্ষ। তা হ'লেই হ'ল। আপনি আমার প্রকৃত উপকারী, আপনাকে ভুলছি না। আচ্ছা, কি জাতীয় গান আপনি শিখিয়ে থাকেন?

সনৎ। যাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায়। যেমন ধরুন, শ্যামা-সঙ্গীত, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান, কিম্বা "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর"-জাতীয় গান।

হর্ষ। আচ্ছা, "শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনটা" বোধ হয় মৃত্যু ?

সনৎ। আজ্ঞে, বিবাহও হতে পারে।

হর্ষ। কি রকম ?

সনৎ। ধরুন, ভগবান না করুন, সনতের সঙ্গে মঞ্জরী দেবীর বিবাহ হ'ল, সেটা কি আপনার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয় ?

হর্ষ। নাঃ, তার আর উপায় নেই। আর কিছুদিনের মধ্যেই সনতের বিষয়সম্পত্তি কিছুই থাকবে না, সবই মঞ্জরীর হয়ে যাবে।

সনৎ। এবং তারপরে কি ভাবছেন, সে সব হর্ষনাথবাবুর হবে ?

হর্ষ। মাস্টার মশাই, কি যে বলছেন! চলুন, মঞ্জরীর কাছে যাওয়া যাক।

সনৎ। আমার সঙ্গে গেলে আপনার লাভ নেই। আমার সামনে তো আর কথাবার্ত্তা হতে পারবে না। তার চেয়ে আমি গিয়ে আপনার জন্যে জমি তৈরি ক'রে রাখিগে।

হর্ষ। তবে আর দেরি করবেন না, এক্ষুনি যান। আমারও কয়েকজন মক্কেল ব'সে আছে, আমি দেখা ক'রে আসি।

উভয়ের প্রস্থান

মেজর গুপ্ত ও মিস্ পুনর্ণবার প্রবেশ

গুপ্ত। দেখুন, আপনি জীবনবীমার এজেণ্ট, তৎসত্ত্বেও আপনাকে ভালবাসি, এর চেয়ে ভালবাসার বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে ?

পুনর্ণবা। জীবনবীমার এজেণ্টদের ভয়ের কি আছে ?

গুপ্ত। না, তেমন কিছু না, শুধু জীবনবীমার এজেণ্টের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এক জীবনবীমা কোম্পানি খোলা দরকার। দেখুন,

আমাদের মিলনের মধ্যে ভগবানের হাত আছে, আমি ডাক্তার, আপনি জীবনবীমার এজেণ্ট।

পুনর্ণবা। মিলনটা সন্দেহজনক।

গুপ্ত। সন্দেহহীন প্রেম মেঘহীন সূর্য্যাস্তের মত। তাতে রঙ নেই, মোহ নেই। কিন্তু আমার ভালবাসায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না কেন? সত্যি বলছি, আপনার আগে আমি কোন মেয়েকে ভালবাসি নি।

পুনর্ণবা। আমিও সত্যি বলছি, আমিও এর আগে কোন পুরুষকে ভালবাসি নি।

গুপ্ত। তবে?

পুনর্ণবা। আপনি এর আগে কোন মেয়েকে ভালবাসলে বুঝতে পারতেন, মেয়ের ভালবাসা ও আমার ভালবাসায় কি প্রভেদ!

গুপ্ত। প'ড়ে মরুকগে প্রভেদ। আমার ভালবাসার আর একটা প্রমাণ দিচ্ছি। আমার সবচেয়ে গোপনীয় কথা আপনাকে আজ বলব।

পুনর্ণবা। কি সে কথা?

গুপ্ত। সে শুধু আমার নয়, আমাদের সমস্ত জাতের।

পুনর্ণবা। মানবজাতির কথা?

গুপ্ত। না, ডাক্তারজাতির কথা।

পুনর্ণবা। ডাক্তার কি মানুষ নয়? তাদের আলাদা ক'রে দেখছেন কেন?

গুপ্ত। শুনলে, আপনিও আলাদা ক'রে দেখবেন।

পুনর্ণবা। কি কথা? কোনও নতুন ওষুধের কথা নিশ্চয়?

গুপ্ত। ঠিক তার উল্টো।

পুনর্ণবা। ওঃ, বুঝেছি। পুরনো ওষুধের নতুন প্রয়োগ?

গুপ্ত। উঁহুঃ, হ'ল না।

পুনর্ণবা। এবার বুঝেছি। নতুন ওষুধের পুরনো প্রয়োগ।

গুপ্ত। না না, সে আপনি কিছুতেই ভাবতে পারবেন না। ডাক্তারি শেখবার আগে আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। দেখুন, এ কথা এর পূর্ব্বে কোনও ডাক্তার কোনও অব্যবসায়ীকে বলে নি। এ যদি আপনি প্রকাশ ক'রে দেন, তবে আমার জাত-ভায়েরা সকলে মিলে আমাকে একঘরে করবে। এ রহস্য আপনাকে বলবার অর্থ আমার জীবন আপনার হাতে তুলে দেওয়া।

পুনর্ণবা। বলুন বলুন, আমি প্রকাশ করব না।

গুপ্ত। ঠিক? তিন সত্যি?

পুনর্ণবা। হ্যাঁ, তিন সত্যি।

গুপ্ত। আমাদের ডাক্তারিতে কোন ওষুধ নেই।

পুনর্ণবা। ওষুধ নেই! বলেন কি?

গুপ্ত। না, একটাও ওষুধ নেই।

পুনর্ণবা। তবে, এত যে লাল কালো নীল হলদে কত ওষুধ দেখি— ?

গুপ্ত। স্রেফ জল।

পুনর্ণবা। শুধু জল! তবে এত রঙের ওষুধ হয় কি রকমে?

গুপ্ত। ওই সাদা জল হতভাগ্য রোগীর অসহায় অজ্ঞতার প্রিজ্‌মে লেগে বিচ্ছুরিত হয়ে লাল নীল হলদে সবুজ বেগনী নানা রঙের ওষুধের সৃষ্টি করেছে।

পুনর্ণবা। তবে আপনারা ইন্‌জেক্‌শন দেন কি?

গুপ্ত। বিশুদ্ধ জল।

পুনর্ণবা। তাই বা পান কোথায়? সব তো ক্লোরিন।

গুপ্ত। দেখুন, আর সব ব্যবসায়ে জিনিস খারাপ হ'লে কারিগরের দোষ হয়। কিন্তু ডাক্তারিতে সব দোষ রোগীর। আগেকার আমলের রাজাদের মত ডাক্তারদেরও 'ডিভাইন রাইট' আছে।

পুনর্ণবা। যা বলেছেন, একজনকে ছোরা দিয়ে খুন করুন, হবে ফাঁসি। মোটর চাপা দিয়ে মারুন, হবে বড় জোর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।

গুপ্ত। আর ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে মারুন, পাবেন ফীস বাবদ পঞ্চাশ টাকা।

পুনর্ণবা। তবে ডাক্তারেরা অসুখ সারায় কি ক'রে?

গুপ্ত। হিপ্‌নটাইজ় ক'রে।

পুনর্ণবা। হিপ্‌নটাইজ় ক'রে! কাকে? রোগীকে?

গুপ্ত। না, রোগীর অভিভাবককে।

পুনর্ণবা। আপনি যাই বলুন, আমি একটি রোগীকে চিকিৎসকদের শুধু প্রেস্‌ক্রিপশনের জোরে সারাতে দেখেছি।

গুপ্ত। কি রকম?

পুনর্ণবা। একটি ছেলের খুব অসুখ হয়েছিল, মরে আর কি। তার বাপ তাকে দেখবার জন্যে ডেকে আনল একজন অ্যালোপ্যাথ, একজন হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজ, আর একজন সন্ন্যাসী। বাপ বললে, আপনারা পরামর্শ ক'রে ওষুধ দিন। তখন একজন বলে, ইন্‌জেক্‌শন দিই; একজন বলে, নাক্সভমিকা; একজন বলে, মকরধ্বজ; আর একজন দিতে চায় জলপড়া। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোনটাই দিতে হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীর জ্ঞান ফিরে এল, রোগী সেরে উঠল।

গুপ্ত। আপনি ভাবছেন, সেটা চিকিৎসকদের গুণে ?

পুনর্ণবা। তা নয় ?

গুপ্ত। নিশ্চয়ই নয়। সেটা ওই পরামর্শ শুনে।

পুনর্ণবা। কি রকম ?

গুপ্ত। রোগীর অবশ্য একটু জ্ঞান ছিল। তার কানে যেমনই ওই অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ গেল, অমনই সে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ইচ্ছার বলে শক্তি সঞ্চয় ক'রে উঠে বসল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল, ওই পরামর্শ অনুসারে ওষুধ পড়লে রোগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দফাও একেবারে নিকেশ হবে।

পুনর্ণবা। জানলেন কেমন ক'রে ?

গুপ্ত। অনেক দিন থেকে ডাক্তারি ব্যবসা করছি কিনা। যাক, কথায় কথায় ব্যবসার অনেক গূঢ় রহস্য ব'লে ফেললাম। এখন আমি আপনার হাতে।

পুনর্ণবা। আপনার কথা ভুলব না। এখন যাই, বিকেলে আবার দেখা হবে। নমস্কার।

প্রস্থান

গুপ্ত। নমস্কার। পুনর্ণবা, পুনর্ণবা! আহা, কি সুন্দর নামটি!

ললিতের প্রবেশ

ললিত। কি মেজর গুপ্ত, এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন ?

গুপ্ত। এই যে ললিতবাবু, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

ললিত। আমিও আপনার কাছেই আসছিলাম।

গুপ্ত। বটে! মণিকা দেবীর খবর কি ?

ললিত। কে জানে! অনেকদিন তার খোঁজ রাখি না। দেখুন

মেজর গুপ্ত, জীবনে আমি এখন এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

গুপ্ত। আর আমি জীবনে পুরাতন অভিজ্ঞতার এক নূতন রূপ দেখতে পেয়েছি—অর্থাৎ প্রেম জিনিসটা যে ঠিক কি, তা আমি আজ বুঝতে পারছি। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝি জগতে আর কিছু নেই।

ললিত। মেজর গুপ্ত, এ কথা খুবই সত্যি। তাই তো প্রেমের অপর এক নাম আদিরস।

গুপ্ত। ও কথা একেবারে মিথ্যে ললিতবাবু। প্রেমের নাম অনাদি-রস, কারণ তার আরম্ভ নেই।

ললিত। এবং শেষ নেই।

গুপ্ত। জীবনের সে যে সিংহদ্বার।

ললিত। তার চেয়ে বলুন, খিড়কি-দ্বার।

গুপ্ত। তার চেয়ে বলুন, বাতায়ন, যার ভেতর দিয়ে মন চ'লে যায়, কিন্তু দেহ যেতে পারে না।

ললিত। ঠিক, সেই বাতায়নিকার স্পর্শ পেতে হ'লে নীচে থেকে রশি বেয়ে উঠতে হয়।

গুপ্ত। রশি নয় ললিতবাবু, রস।

ললিত। ঠিক।

গুপ্ত। থামবেন না ললিতবাবু, এ সম্বন্ধে আরও দু চার কথা বলুন।

ললিত। প্রেম, সমুদ্রের মত প্রতি পদ থেকে প্রতি পদক্ষেপে জোয়ারের বাহু বাড়িয়ে বাড়তে বাড়তে যায়।

গুপ্ত। এবং সমুদ্রের মতই চিরপূর্ণ, তার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই।

ললিত। এবং চিরদিন যার জন্যে পাগল, সেই চন্দ্রকে কখনও পায় না।

প্রেম, সমুদ্রের মতই প্রিয়তমের জন্যে সর্বত্যাগী। তার অন্তরে যে সুধা ছিল, তা রেখেছে সে চাঁদের হৃদয়ে, তাই তো চাঁদ সুধাকর।

গুপ্ত। এবং সমুদ্রের মতই প্রেম লবণাক্ত, যেন অশ্রুজলে ভরা।

ললিত। বাঃ বাঃ, বেশ বলেছেন মেজর গুপ্ত। প্রেম আর অশ্রু এক পদার্থেরই অবস্থান্তর, যেমন বরফ আর জল। কিন্তু সমস্যা এই—জল থেকে বরফ, না বরফ থেকে জল? প্রেমের আগে অশ্রু, না অশ্রুর আগে প্রেম?

গুপ্ত। এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও তো কেউ করতে পারলে না। শুধু এইটুকু জানি, প্রেমের সমাধি বিবাহে।

ললিত। ঠিক। পঞ্চশরের পঞ্চত্ব বিবাহে। মেজর গুপ্ত, বিষয়টা বেশ জমেছে, আর একটু চালান।

গুপ্ত। অবিবাহিত প্রেম ধূমকেতুর মত, পৃথিবীর কাছে আসে, কিন্তু ধরা দেয় না; উত্তাপ দেয়, কিন্তু আলো দেয় না, প্রসারিত বাহু দিয়ে পৃথিবীকে একবার মাত্র আলিঙ্গন ক'রে অসীম শূন্যে আবার ছুটে চ'লে যায়।

ললিত। আর বিবাহিত প্রেম রাশি রাশি জ্বলন্ত উল্কার মত পৃথিবীতে পড়ে, পড়তে পড়তে ভস্ম হয়, ভস্ম হয়ে কোন চিহ্ন রাখে না, দিনের আলোয় কলঙ্কিত মুখ মাটির নীচে ঢাকে।

গুপ্ত। ঠিক বলেছেন। তবু আমি তাকেই বিবাহ করব।

ললিত। আমিও তাকে বিবাহ করব।

গুপ্ত। কে সে?

ললিত। কে সে?

গুপ্ত। এই দেখুন তার ছবি।

ললিত। এই যে তার ছবি।

পরস্পরের চিত্র বিনিময়

উভয়ের বিস্মিতভাবে চীৎকার

উভয়ে। পুনর্ণবা! এ যে পুনর্ণবা!

ললিত। এ ছবি পেলেন কোথায়?

গুপ্ত। ছবি ছাড়ুন, এ মানুষ পেলেন কোথায়?

ললিত। [ ক্রুদ্ধভাবে ] সাবধান! নারীর সম্মান রেখে কথা বলবেন, ইনি মানুষ নন, নারী।

গুপ্ত। আমি ডাক্তার। নর, কি নারী, তা আমি জানি। কিন্তু এ ফোটো আপনাকে কে দিলে?

ললিত। আমিও ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞাসা করছি! শিগগির এর কৈফিয়ৎ দিন।

গুপ্ত। কৈফিয়ৎ দোব তোমায়? লোফার!

ললিত। ভ্যাগাবণ্ড!

গুপ্ত। রাস্কেল!

ললিত। ঈডিয়ট!

গুপ্ত। এমন ক'রে নারীকে প্রতারণা!

ললিত। এ ভাবে পুরুষকে প্রতারণা চলবে না।

গুপ্ত। এ অপমানের প্রতিশোধ দোব।

ললিত। পুনর্ণবা, তোমার অপমান আমি দূর করব।

গুপ্ত। পুনর্ণবা, কোন ভয় নেই। ইউ ললিত, তোমাকে আমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে, যাকে বলে ডুয়েলে, আহ্বান করছি।

ললিত। আমি এ আহ্বান গ্রহণ করলাম। পুনর্ণবা! তোমার চোখের চাহনির অমৃতে—

গুপ্ত। মুখ সামলে। অনাত্মীয়া অপরে-প্রাণসমর্পিতা যুবতীকে সম্বোধন করবার প্রথা ও নয়।

ললিত। তোমার পক্ষেও ঠিক এ কথা খাটে।

গুপ্ত। বাজে কথা যাক, কোন্ অস্ত্রে আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবেন? তরোয়াল, বন্দুক, ছোরা, না কি? মনে রাখবেন, আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম।

ললিত। সে ছড়ি নাচানো দেখেই বুঝতে পারা যায়। যুদ্ধে গিয়ে তো শুধু ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিলেন, অতএব আপনার পক্ষে কোদালই ভাল।

গুপ্ত। ফের অপমান! রাস্কেল, স্টুপিড! পুনর্ণবা, তোমার কৃপায়—

ললিত। সাবধান, ও নাম আর মুখে এনো না।

গুপ্ত। বটে! কাল কখন কোথায় লড়তে রাজি?

ললিত। তোমার যখন যেখানে ইচ্ছে।

গুপ্ত। বেশ, কথা রইল—কাল বিকেলে, আমার বাড়িতে। আর অস্ত্র?

ললিত। কোদাল কিম্বা ডাক্তারী ছুরি।

গুপ্ত। আমাকে অপমান কর ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার ব্যবসাকে অপমান ক'র না। আমি তোমাকে খুন—খুন করব; ডুয়েলে যেটুকু বাকি থাকবে, সেটুকু ডাক্তারি ক'রে সাবড়ে দোব। পুনর্ণবাকে অপমান! আমার পুনর্ণবা। ওঃ!

প্রস্থান

ললিত। আমার পক্ষে বন্দুক, ছুরি, ছোরা, তলোয়ার সবই সমান, কেবল ভরসা তোমার ওপরে পুনর্ণবা। তোমার চোখের দীপ্তি আমার অস্ত্র শাণিত ক'রে তুলুক। বাঙালীর ঘরকুনো জীবনে

মরবার এর চেয়ে মহত্তর স্থযোগ আর জুটবে না। কিন্তু ঈডিয়টটাকে আমি দেখাব। পুনর্ণবা! পুনর্ণবা!

প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ

মঞ্জরী গান গাহিতেছিল

গান শেষ হইলে ছদ্মবেশে সনৎ প্রবেশ করিল

সনৎ। আচ্ছা মঞ্জরী, পুনর্ণবা কে?

মঞ্জরী। কি জানি কে!

সনৎ। একবার দেখতে হচ্ছে।

মঞ্জরী। আর দেখে কাজ নেই। যে দেখছে, সেই মজছে।

সনৎ। কিন্তু ললিতকে তো বাঁচাতে হবে। ওটা এত বোকা!

মঞ্জরী। দুজনে মারামারি করবে, শুনে অবধি মণিকা কান্নাকাটি স্থরু ক'রে দিয়েছে। ডাক্তার গুপ্ত যে জোয়ান!

সনৎ। তাই তো, কি করা যায়? মণিকা গিয়ে ললিতকে ধরুক না।

মঞ্জরী। সে লজ্জার মাথা খেয়ে ললিতের কাছে গিয়েছিল। সে যে কি মাথামুণ্ডু বললে, মণিকা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

সনৎ। তবে?

মঞ্জরী। আমি হর্ষনাথবাবুকে দিয়ে পুনর্ণবাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছি, সে এখনই আসবে, তুমি তাকে বুঝিয়ে বল।

সনৎ। বেশ, তাই বলব।

মঞ্জরী। ওই শোন, সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ, কে যেন আসছে, বোধ হয় হর্ষনাথবাবু। চুপ ক'রে থাকা ভাল নয়, একটা গান আরম্ভ কর।

সনৎ। গান করুন—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥

হ'ল না, হ'ল না। আর একটু চড়িয়ে; হ্যাঁ, এইবার হয়েছে।

মঞ্জরী। [ নেপথ্যের দিকে কান পাতিয়া ] যাক, চ'লে গিয়েছে।

পুনর্ণবা। [ নেপথ্যে ] মঞ্জরী দেবী আছেন?

মঞ্জরী। ওই বোধ হয় পুনর্ণবা এসেছে, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি আবার না মজলে বাঁচি।

দ্বার মোচন, পুনর্ণবার প্রবেশ

এই যে, আসুন, নমস্কার; এইখানে বসুন। ইনি আমার সঙ্গীত-শিক্ষক।

পুনর্ণবা। নমস্কার। আমায় কি জন্যে ডেকেছেন মঞ্জরী দেবী?

সনৎ। দেখুন, মণিকা মঞ্জরী দেবীর বন্ধু। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা শুনে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এখন একমাত্র আপনিই তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। আমি মঞ্জরী দেবী, মণিকা, এমন কি সমস্ত মানুষজাতির নামে আপনাকে অনুরোধ করছি, দুজন পুরুষকে

অপঘাত থেকে এবং একটি নারীকে অপমৃত্যু থেকে আপনি রক্ষা করুন।

পুনর্ণবা। দেখুন, আপনি বৃদ্ধ, প্রেমের মহিমা বুঝতে পারছেন না; প্রেমের জন্যে মানুষ কি না করে!

মঞ্জরী। [রাগতভাবে] একজন বৃদ্ধকে বয়স তুলে অপমান করা কি আপনার উচিত?

সনৎ। [বাধা দিয়া] আহা, আপনি চুপ করুন না, বয়সের কথা তুললে বৃদ্ধের অপমান হবে কেন?

মঞ্জরী। আপনার মত এমন কঠিন হৃদয় দেখি নি। মনে রাখবেন, বাইরেটা মেয়েমানুষের মত হ'লেই সবাই মেয়েমানুষ হয় না।

সনৎ। এবং কিছু যদি মনে না করেন, তবে বলি, বাইরে বৃদ্ধ হ'লেই লোকে ভেতরে ভেতরে হয়তো সত্যি বৃদ্ধ হয় না।

পুনর্ণবা। আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই তা বুঝছি, আপনারা বরঞ্চ কথাটা স্মরণ রাখবেন।

সনৎ। কেমন ক'রে স্মরণ রাখব বলুন; এর আগে তো আপনার মত দৃষ্টান্ত আর দেখি নি।

পুনর্ণবা। এবং আমি নিশ্চয় বলছি, এর পরও আমার মত দৃষ্টান্ত আর দেখতে পাবেন না।

সনৎ। ভগবান কি একা আপনাকেই এমন অদ্ভুত ক'রে সৃষ্টি করেছেন?

পুনর্ণবা। কক্ষনো না। আমাকে এমন অদ্ভুত ক'রে তুলেছে মানুষ।

সনৎ। সে কথা সত্যি, মানুষই যত গোল বাধায়। তা না হ'লে

আজ আপনি সামান্য খেয়ালের জন্যে দুজন যুবককে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন?

পুনর্ণবা। সামান্য খেয়াল? হয়েছেন বৃদ্ধ, আপনি কি বুঝবেন? পড়েন নি, ইউরোপে প্রণয়িনীর জন্যে বীরেরা পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করত?

মঞ্জরী। ভারতবর্ষে কখনই এমন হতে পারত না। আপনি ভারতীয় নারী নন।

পুনর্ণবা। এ কথা আমি একশো বার স্বীকার করব।

মঞ্জরী। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকেই আপনি স্ত্রীলোক, ভেতরটা আপনার পুরুষের মতই কঠিন।

পুনর্ণবা। এ কথাও আমি স্বীকার করছি।

মঞ্জরী। কিন্তু জানবেন, আমার বন্ধু সাধারণ মেয়ের মত নয়।

পুনর্ণবা। তাঁকে বলবেন, আমিও অসাধারণ মেয়ে।

সনৎ। তা না হ'লে আর দুজন পুরুষকে এমন অপ্রস্তুত করতে পারেন?

পুনর্ণবা। কেন? তাঁদের তো প্রস্তুত হবার সময় দিয়েছি।

মঞ্জরী। আপনাকে জোড়হাত ক'রে অনুরোধ করছি, আপনি এ মারাত্মক খেলা থেকে তাদের নিরস্ত করুন।

পুনর্ণবা। আপনারা তাঁদের বলুন না।

মঞ্জরী। বলেছি, বলেছি, একশো বার বলেছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারী আপনি, আপনি রক্ষা না করলে আর উপায় নেই।

পুনর্ণবা। তবে আমার দ্বারাও সম্ভব নয়।

মঞ্জরী। কেন? আপনি কি নারী নন? কন্যা নন, ভাবী বধূ, মাতা কিছুই নন? সীতা সাবিত্রী শকুন্তলা দময়ন্তী দ্রৌপদীর উত্তরাধিকারী নন?

পুনর্ণবা। বললে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সত্যি ওসব আমি কিচ্ছু নই।

মঞ্জরী। [ ক্রুদ্ধভাবে ] তবে দুটো লোককে যমের দুয়োরে এগিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হোন।

পুনর্ণবা। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? তাঁরা দুজনেই যে আমাকে ভালবাসেন।

মঞ্জরী। মণিকা ব'লে পাঠিয়েছেন, আপনি ললিতবাবুকে যদি বিয়ে করেন, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে যাবেন না।

সনৎ। কিম্বা ইচ্ছা করলে মেজর গুপ্তকেও বিবাহ করতে পারেন।

পুনর্ণবা। এই তো আবার মুশকিল বাধল। যে দুজন, সেই দুজনই রইল। এখন কি করি?

মঞ্জরী। আপনি যাকে খুশি করুন।

পুনর্ণবা। আমার কাউকেই ইচ্ছে করে না। আমার বিশ্বাস, আমি কখনও কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারব না।

মঞ্জরী। আপনার ভেতরের পরিচয় পেয়ে আমাদেরও সেই সন্দেহ হচ্ছে।

পুনর্ণবা। আমার ভেতরের প্রকৃত পরিচয় পেলে সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হ'ত।

মঞ্জরী। আপনার প্রকৃত পরিচয় যেন কখনই পেতে না হয়।

পুনর্ণবা। হয়তো শীঘ্রই পাবেন।

সনৎ। আপনার কাছে অনুরোধে কিছু হবে না দেখছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি দুজন মেয়ে আর একজন বৃদ্ধের মনে যে কষ্ট আজ দিলেন, তেমন কষ্ট কখনও কোন মেয়ে দিতে পারত না।

পুনর্ণবা। এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আমিও একটি কথা বলি, আপনার চুল দাড়ি পেকেছে বটে, বয়সে বৃদ্ধ হ'লেও বার্দ্ধক্যের গভীরতা আপনার মধ্যে নেই। থাকলে নারীর অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারতেন।

সনৎ। এতবড় অপমান আপনার কাছ থেকে আশা করি নি। আমাকে নির্ব্বোধ বলুন, মূর্খ বলুন, সহ্য করব। কিন্তু বৃদ্ধ নই—প্রকারান্তরে এ কথা কেন বলবেন? যদি আমি বৃদ্ধ না হই, তবে জানবেন, আপনিও নারী নন।

পুনর্ণবা। আপনার কথা আপনি জানেন, কিন্তু আমায় পুরুষে নারী ব'লে মনে করলেও আমি নারী নই।

সনৎ। আপনার সঙ্গে তর্কে লাভ নেই। যিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন।

সনতের প্রস্থান

মঞ্জরী। দেখুন, মেয়েমানুষের রূপ ভাল, কিন্তু তার অহঙ্কার ভাল নয়। কিন্তু যার রূপ নেই, শুধু সাজসজ্জা দিয়ে মন ভোলানো ব্যবসা, তার সেই সাজসজ্জাগুলো গেলেই মন ভোলাবার ক্ষমতা যাবে—এ কথা নিশ্চয় জানবেন।

পুনর্ণবা। সেটা নিশ্চয় জেনেছি ব'লেই তো ভরসা ক'রে দুজন পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দিতে পেরেছি।

মঞ্জরী। মনে রাখবেন, এ সাজসজ্জা বেশিদিন স্থায়ী না হতেও পারে।

পুনর্ণবা। সত্যি বলছি, এই পোষাকগুলোর ভার আমিও আর বইতে পারছি না।

মঞ্জরী। বলেন কি, এত সাধের সাজপোষাকগুলো খুলবেন, তা হ'লে যে সব ফাঁক হয়ে যাবে!

পুনর্ণবা। আমিও এখন তাই চাই।

মঞ্জরী। ধিক আপনার নারীজন্মে।

পুনর্ণবা। প্রার্থনা করুন, শীঘ্রই যেন এ নারীজন্ম ঘুচে যায়।

প্রস্থান

মঞ্জরী। উঃ! কি আশ্চর্য্য মেয়ে! এর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয়, যেন একটা পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলছি।

মণিকার প্রবেশ

মণিকা। মঞ্জরী!

মঞ্জরী। পারলাম না ভাই মণিকা।

মণিকা। পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি ভাই। আমার অদৃষ্ট মন্দ, শুধু দুঃখ এই, তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না। আর যে ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, জ্ঞান না হতেই মা-বাপ গেল, বড় হয়ে যখন ললিতবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তখনই বোঝা উচিত ছিল, এত সুখ আমার অদৃষ্টে সহ্য হবে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে সোফার উপরে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল

মঞ্জরী। কাঁদিস নি ভাই। দাঁড়া, আমি একখানা পাখা নিয়ে আসি।

প্রস্থান

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। [ গদ্গদভাবে ] এত দুঃখ কিসের? না হয় সে গিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও তো ভাল লোক আছে?

মণিকা। [ হর্ষনাথের দিকে চাহিয়া ] ভাল লোকের কথা হচ্ছে না উকিলবাবু, সে আপনি বুঝবেন না।

দ্রুত প্রস্থান

হর্ষনাথ। [ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ] ওরে সর্ব্বনাশ! আমি ভেবেছিলাম, মঞ্জরী। নাম ধ'রে ডাকলে কি বিপদই না হ'ত! অনেক ঠেকে ঠেকে নাম বলা ছেড়েছি। এখন কেবল সর্ব্বনামের ওপর দিয়েই কারবার করি। ভগবান পাণিনি, ভাষাতত্ত্বের কি বাহারই ক'রে রেখেছ! 'সর্ব্বনামে'র মহিমা তোমার কৃপাতেই বুঝেছি। দেখি, আবার গেল কোথায়!

প্রস্থান

মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণিকা! একি, মণিকা চ'লে গেছে? [ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ] যাক, ভালই হয়েছে। কি ব'লে যে ওকে সান্ত্বনা দোব! ওর যে কি দুঃখ, তা ভাবতে গিয়ে আমার নিজেরই কান্না আসছে। ভগবান, কেন এমন করলে, কেন এমন করলে?

সোফায় মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল

হর্ষনাথের ধীরে ধীরে প্রবেশ

হর্ষনাথ। [ খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ] এত কাঁদলে কি ক'রে চলে? সংসারে দুঃখ আছে, কিন্তু সান্ত্বনা দেবার লোকও তো আছে।

মঞ্জরী। [ হর্ষনাথের দিকে চহিয়া ] এখন যান, বিরক্ত করবেন না।

দ্রুত প্রস্থান

হর্ষনাথ। ওরে বাবা! এ আবার এল কখন? ভাগ্যিস মণিকা ভেবে নাম ধ'রে ডাকি নি। আমার যেমন সর্ব্বনাম, এদের দেখছি তেমনই সর্ব্বশাড়ি, সর্ব্বব্লাউজ, সর্ব্বধরনধারণ একই রকম। আর এখানে থাকা সুবিধের নয়। যাই, আইনের বই ফেলে

রেখে ব্যাকরণ-কৌমুদী থেকে সর্ব্বনামের অধ্যায়টা আর একবার ভাল ক'রে ঝালিয়ে নিইগে।

প্রস্থান

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

হর্ষনাথবাবুর বৈঠকখানা

**টেবিল, চেয়ার, আলমারি যথাযথভাবে রক্ষিত, পাশে একটি পর্দ্দা টাঙানো রহিয়াছে**

চন্দ্রনাথ [পুরুষবেশে]। আপনার সব কাজ আমি উদ্ধার ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আজ বিকেলে দুজনে সত্যি না মারামারি ক'রে বসে।

হর্ষনাথ। সেজন্যে ভয় নেই। একটা উপায় করা যাবে। তুমি আর একটা দিন কষ্ট ক'রে ছদ্মবেশে থাক।

চন্দ্রনাথ। আর ভাল কথা, আপনার সে কাজটাও হয়েছে। ললিতবাবু সমস্ত সম্পত্তি কালকে মণিকার নামে দানপত্র ক'রে দিয়েছে। এবার চটপট মণিকাকে বিয়ে ক'রে ফেলুন।

হর্ষনাথ। আচ্ছা, ওকে দিয়ে দানপত্র করালে কি ক'রে?

চন্দ্রনাথ। আমি বললুম, ললিতবাবু, প্রেমের জন্যে আপনি প্রাণ দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু আরও কঠিন সর্ত্ত আমি চাই। তিনি বললেন, কি চাই? আমি বললাম, যাকে আপনি এখন মোটে দেখতে পারেন না, সেই মণিকাকে আপনার সম্পত্তি দান করতে হবে,

তবে বুঝব, প্রেম সর্ব্বত্যাগী। তিনি তখনই তাঁর সম্পত্তি মণিকার নামে দানপত্র ক'রে দিলেন।

হর্ষনাথ। তোমাকে একশো ধন্যবাদ। এবার মণিকাকে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে হবে।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু আর দেরি করবেন না। সব ফাঁস হয়ে যেতে কতক্ষণ! আমি বাসায় চললাম।

প্রস্থান

হর্ষনাথ। যাক, জালে দুটো মাছই পড়েছে, এবার টেনে তুললেই হয়।

মণিকার প্রবেশ

হর্ষনাথ। একি, আপনি! বসুন বসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

মণিকা। দেখুন, আমাকে দেখে আপনি আশ্চর্য্য হয়েছেন! আমি কুমারী, আপনার কাছে আমার একাকী আসা উচিত নয়, কিন্তু যে বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়, আমি সেই বিপদে পড়েছি।

হর্ষনাথ। আপনার জন্যে আমি সব করতে পারি।

মণিকা। সেইজন্যই এসেছি। আপনি ললিতবাবুর বন্ধু, আমাকেও স্নেহ করেন।

হর্ষনাথ। নিশ্চয় নিশ্চয়।

মণিকা। তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তিনি সংসারের কিছু জানেন না, তাঁকে অপঘাতের মধ্যে পাঠাবেন না। আমি নিজে পুনর্ণবা দেবীকে বলেছিলাম, তিনি রাজি হলেন না।

হর্ষনাথ। বেশ তো।

মণিকা। আপনাকে এ কাজটা করতেই হবে। আমি জোড়হাতে আপনাকে অনুরোধ করছি।

হর্ষনাথ। কিন্তু ললিতের শিক্ষা হওয়া উচিত, সে আপনাকে যেমন কষ্ট দিয়েছে—

মণিকা। দেখুন, এখন সে সব মনে করবার সময় নয়। মেয়েমানুষ হ'লে বুঝতেন, আমার কি বিপদ। ললিতবাবুর যা কর্ত্তব্য, তিনি তা করবেন, আমার কর্ত্তব্য আমি করব।

হর্ষনাথ। বেশ, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

মণিকা। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকব।

হর্ষনাথ। থাক থাক।

ভৃত্য রামচরণের প্রবেশ

রামচরণ। বাবু, ললিতবাবু আসছেন।

প্রস্থান

মণিকা। ললিতবাবু! কি সর্ব্বনাশ, আমি এখন যাই কোথায়?

হর্ষনাথ। যাবেন কেন, থাকুন না।

মণিকা। না না, তাঁর জন্যে যে আমি অনুরোধ করতে এসেছি, তা জানাতে চাই না। ওই যে, তিনি এসে পড়লেন!

হর্ষনাথ। তবে এক কাজ করুন। এই পর্দ্দাটার আড়ালে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন।

মণিকা। আমি যে এসেছি, তা বলবেন না।

মণিকা ঘরের এক কোণে পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল

ললিতের প্রবেশ

হর্ষনাথ। এই যে ললিতবাবু, আসুন।

ললিত। হর্ষনাথবাবু, আমি চললাম।

হর্ষনাথ। কোথায় যাচ্ছেন?

ললিত। সেই দেশে, যেখান থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ ফেরে নি।

হর্ষনাথ। আহা, ও সব কি কথা?

ললিত। যাই আর না যাই, মেজর গুপ্তকে শিক্ষা দোব। প্রেমের অপমান সহ্য করা আমার অভ্যাস নয়।

হর্ষনাথ। হাতে ওটা কি?

ললিত। এইজন্যেই তো এসেছি। একখানা দানপত্র। পুনর্ণবার অনুরোধে সব একজনকে দানপত্র ক'রে দিয়েছি, আপনাকে ক'রে দিয়েছি তার এক্সিকিউটার। আপনার কাছেই এটা রাখুন। শুধু বলতে এলাম, আপনার মত বন্ধুকে এ কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কঠোর কর্ত্তব্যের পথে শান্তিতে যাত্রা করেছি।

হর্ষনাথ। সেজন্যে ভাববেন না। ওখানা দিন আমাকে। আমি সব ঠিক ক'রে দোব।

দানপত্র গ্রহণ ও টেবিলের উপরে স্থাপন

রামচরণের প্রবেশ

রামচরণ। বাবু, লোকেনবাবু আসছেন।

প্রস্থান

হর্ষনাথ। সর্ব্বনাশ!

ললিত। কি হয়েছে? কে সে?

হর্ষনাথ। আপনার কাছে আর লজ্জা কি? আমার একজন পাওনাদার তাগাদায় আসছে। আপনার সম্মুখে অপমান ক'রে যাবে, এই ভয়।

ললিত। তবে আমি একটু আড়ালে যাই।

হর্ষনাথ। তা হ'লে তো ভালই হয়।

ললিত। এই পর্দ্দাটার আড়ালে যাই।

হর্ষনাথ। [ বাধা দিয়া ] না না, ওখানে নয়।

ললিত। [ হর্ষনাথকে চুপিচুপি বলিল ] ওখানে কাকে লুকিয়ে রেখেছেন? যেন কার শাড়ি দেখা যাচ্ছে!

হর্ষনাথ। [ নিম্নস্বরে ] আপনার কাছে আর লজ্জা কি; আমার একটি মহিলা বন্ধু।

ললিত। তাই বলুন। আপনি বেশ আছেন হর্ষনাথবাবু। কিন্তু আমি লুকোই কোথা?

হর্ষনাথ। একটু কষ্ট ক'রে এইখানে এই টেবিলের তলায় যদি ঢোকেন।

ললিত। বেশ তো। তাতে আমার আপত্তি নেই।

**ঘরের অন্য প্রান্তে একটি টেবিলের তলায় ললিতের উপবেশন; টেবিলের উপরের আস্তরণ অনেকটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে**

মণিকা। [ মুখ বাহির করিয়া চাপা স্বরে হর্ষনাথকে ] আমি যে এখানে আছি, তা যেন বলবেন না।

ললিত। [ মুখ বাহির করিয়া চাপাস্বরে হর্ষনাথকে ] আমি যে এখানে আছি, তা যেন কিছুতে প্রকাশ করবেন না।

**লোকেনের প্রবেশ**

লোকেন। ওহে হর্ষনাথ, চন্দ্রনাথ আর কতদিন এই বেশে—

হর্ষনাথ। [ বাধা দিয়া, নিম্নস্বরে ও ব্যস্তভাবে ] আহা, চুপ চুপ।

লোকেন। মণিকা নাকি ললিতের জন্যে অনুরোধ করতে—

হর্ষনাথ। [ বাধা দিয়া, নিম্নস্বরে ] আহা, থামো থামো। [ সহজ-

ভাবে ] দেখুন, খতটা আবার বদলে নিন, টাকা এখন আমি দিতে পারব না।

লোকেন। [ বিস্মিতভাবে ] খত ! টাকা ! সে আবার কি ?

হর্ষনাথ। হ্যাঁ, শুনে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু যা অসম্ভব—

লোকেন। ব্যাপার কি ?

হর্ষনাথ। চলুন, ও ঘরে গিয়ে সব ঠিক করা যাক।

**হর্ষনাথ লোকেনকে এক রকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল**

মণিকা। [ মুখ বাহির করিয়া ] বোধ হয় উনি জেনে ফেলেছেন, আমি এসেছি।

ললিত। [ মুখ বাহির করিয়া ] ওঃ, সেদিন যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হবার জন্যে মণিকার কি সকাতর অনুরোধ ! বোধ হয় জেনেছে, সম্পত্তি তাকে দিয়েছি। মেয়েমানুষ কেবল সম্পত্তিই চেনে !

মণিকা। [ চাপাকণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া ] পোড়া কপাল আমার ! সম্পত্তিই চিনি বটে !

ললিত। [ টেবিলের তলায় বসিয়া ] বাঃ, পর্দ্দার আড়ালে পা দুখানি কি সুন্দর ! একটি শাড়ির লাল পাড় দিয়ে ঘের দেওয়া দুইখানি নীরব চরণপল্লব। যাই বল, পুনর্ণবার পা কিন্তু এমন সুন্দর নয়। কবি ওই রকম দুখানি চরণপল্লব দেখেই লিখেছিলেন—

“যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাতা
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই মজু গাতা।”

মনে হচ্ছে, ওই চরণ যেখান দিয়ে চ'লে যাবে, সেখান দিয়ে প্রেমের রাজপথ সৃষ্টি হবে ; পৃথিবীর শ্যামলতার কোমলতার মছলন্দখানা ওর সামনে দিয়ে খুলে যেতে থাকবে। ওই লাল

শাড়ির আঁচড় কেটে দিয়ে বিধাতা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, চরণ দেখে মরণকে বরণ করবার ইচ্ছে কেন জাগে। আজ এই ৪ঠা ফাল্গুনে ৮২ নম্বর বাড়িতে টেবিলের তলায় ব'সে বেশ বুঝতে পারছি, শুধু চরণপল্লব দেখে মুগ্ধ হয়ে কেন প্রেমিক কবি বলেছিলেন "শীতল বলিয়া ও দুটি চরণে শরণ লইনু আমি!"

মণিকা। [ চাপাকণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া ] ছিঃ ছিঃ, মানুষ এমন ক'রেও বলে। ভারী লজ্জা করছে।

ললিত। পুনর্ণবার পা কিন্তু এমন সুন্দর নয়।

মণিকা। [ চাপাকণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া ] যত দোষই ওঁর থাক, উনি কিন্তু সত্যবাদী। দেখি তো, দলিলখানায় পুনর্ণবাকে কি দিলেন!

দলিলখানি লইবার জন্য মণিকা পর্দার বাহিরে আসিতেছিল, কিন্তু ললিতের কথা শুনিয়া আর বাহির হইল না

ললিত। হে নিস্তব্ধ চরণপল্লব, যে পথে আজও তোমার চলাচল আরম্ভ হয় নি, আমি সেই পথের পথিক, তোমাকে বেষ্টন ক'রে আমি নূপুরের মত গুঞ্জরণ করব। ওই চরণ-রূপের আমি দাসত্ব স্বীকার করছি।

পুরুষবেশে চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। কেউ নেই দেখছি, গেল কোথায়?

ললিত। [ টেবিলের তলা হইতে বাহির হইয়া ] আপনি বুঝি তার ভাই?

চন্দ্রনাথ। [ বিস্মিত হইয়া ] একি! ললিতবাবু যে!

ললিত। ঠিক চিনেছেন। আমিও চেহারা দেখে বুঝেছি, তিনি আপনার দিদি।

চন্দ্রনাথ। [ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ] হ্যাঁ।

ললিত। যমজ ভাই বোন, না? আপনার নামটি কি?

চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ।

ললিত। গলার স্বর পর্য্যন্ত এক রকম। আপনারা যমজ, কি বলেন?

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, প্রায় একসঙ্গে জন্মেছি।

ললিত। দেখুন, ঠিক ধরেছি। এই যে, নাকের কাছে তিলটি পর্য্যন্ত এক রকম। বাস্তবিক যমজ ভাই-বোন যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। কি বলেন?

চন্দ্রনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ললিত। দাঁতগুলো পর্য্যন্ত এক ধরনের। চন্দ্রনাথবাবু, জানেন বোধ করি, আপনার দিদির সঙ্গে আমার—

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, সব শুনেছি, চলুন, ওপরে যাওয়া যাক।

ললিত। আপনার দিদি পুনর্ণবা দেবী ওখানে আছেন বুঝি?

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন। পুনর্ণবা, পুনর্ণবা। নামটিই তাঁর সর্ব্বস্ব।

উভয়ের প্রস্থান

মণিকা। [ পর্দ্দার বাহির হইয়া ] ঠিক কথাই বলেছে, ঐ নামটিই তাঁর সর্ব্বস্ব।

টেবিলের উপর হইতে দলিলটা লইয়া পড়িয়া

কিন্তু একি, তিনি ভালবাসেন পুনর্ণবাকে, অথচ সম্পত্তি দিলেন আমাকে, এর কারণ কি? কিছু তো বুঝতে পারছি না। আর কতক্ষণ এ ভাবে থাকব? হর্ষনাথবাবু না এলে যেতেও পারি না, কার না কার সুমুখে গিয়ে পড়ব। কিন্তু চরণপল্লব

সম্বন্ধে উনি বেশ বলছিলেন। লোকে বলে, উনি কল্পনা-বিলাসী, কিন্তু আমার মনে হয়, সত্য কথা বলাই ওঁর স্বভাব। ওমা, ললিতবাবু আবার এই দিকে আসছেন যে!

পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ললিতের দ্রুত প্রবেশ

ললিত। অ্যাঁ! শেষে মিশরের পিরামিড. এর পরে লোকে বলবে, তুমিই নেই। এতদিন দেখলাম, আলাপ করলাম, যার জন্যে প্রাণ দিতে যাচ্ছিলাম, এখন শুনি, সে মোটে মেয়েই নয়। আগ্রার তাজমহল, কবে শুনব, তুমি কবর নও, খানা-খাবার হোটেল। উঃ, কি ভুল! আমার মত বস্তুতান্ত্রিক যখন এমন ভুল করে, স্বপ্নবিলাসীদের না জানি কি দুর্দ্দশা হয়! পুনর্ণবা আর চন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি। পুনর্ণবার ছদ্মবেশ চন্দ্রনাথ নয়, চন্দ্রনাথের ছদ্মবেশ পুনর্ণবা। হায় হায়, মরীচিকার জন্যে মণিকাকে কি কষ্টই না দিয়েছি! আর কি সে আমার সঙ্গে কথা বলবে? পুনর্ণবাকে ভালবাসতাম, কিন্তু মনে যেন একটা অস্বস্তি ছিল, আজ বুঝতে পারছি, তা মণিকার প্রেমের ফল্গুধারা। মণিকা যদি ক্ষমা না করে, তবেই আমার উচিত শাস্তি হয়। কি স্নিগ্ধ কোমল স্বভাব! আমার উচিত দণ্ড হয়েছে। তার কাছে গিয়ে কি ক'রে আবার কথা পাড়ব? ভগবান যদি কোন রকমে আমার মনের কথা তাকে জানিয়ে দিতেন। নাঃ, এখন আর তার কাছে যাব না। শিলং চ'লে যাই, মাস দুই পরে ফিরব। সেখান থেকে তাকে চিঠি লেখা যাবে। বোধ হয় আর ক্ষমা করবে না। সেই দলিলটা নিয়ে যাওয়া যাক। আরে,

দলিলটা কই? দলিল কে নিলে? এই তো এখানেই ছিল। তবে নিশ্চয় এই মহিলাটির কাজ। কি মুশকিল! কি ব'লেই বা সম্বোধন করি? [ গলা-খাঁকার দিয়া ] অয়ি যবনিকান্তরালবর্ত্তিনী অদৃশ্যা রহস্যময়ী, আমার দলিলখানা ফিরিয়া দিন। সাড়া নেই! অয়ি শাড়ির রক্তপাড়-বেষ্টিতা চরণপল্লবের অধিকারিণী, আমার জরুরী দলিলখানা দিন। এও তো মজা নিজে তিনি দেখা দেবেন না, কিন্তু অন্যের গোপনীয় দলিল পাঠ করবেন! দেখুন, সোজা ভাষায় বলছি, দলিল দিন, নতুবা পর্দ্দা টেনে ফেলব। আরে, নড়ে-চড়ে, কিন্তু সাড়া দেয় না! আপনি যেই হোন, আমি পর্দ্দা টানলাম। আবার পর্দ্দা চেপে ধরে! নাঃ, জোর করতে হচ্ছে।

জোর করিয়া পর্দ্দা অপসারণ ; মণিকা বাহির হইল

এ আবার কি? আপনি, তুমি—মণিকা! নাঃ, আজ কাউকে বিশ্বাস নেই। পর্দ্দার আড়ালে তুমি, টেবিলের তলায় আমি! তুমি এখানে এলে কি ক'রে?

মণিকা। হর্ষনাথবাবুকে আপনার জন্যে একটা বিষয়ে অনুরোধ করতে এসেছিলাম।

ললিত। আমার জন্যে অনুরোধ করতে? কেন? যাতে ডুয়েল না হয়?

মণিকা। জানি না, হতে পারে।

ললিত। আড়ালে থেকে তো মনের কথা শুনে নিয়েছ? মাপ করবে, না শিলং যাব?

মণিকা। ছিঃ, আমি কি তোমাকে মাপ করতে পারি? তুমি আমাকে মাপ কর।

ললিত। [ মণিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া ] তাই করছি।

মণিকা। লক্ষ্মীটি—ছাড়।

ললিত ছাড়িয়া দিতে মণিকা দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল

ললিত। দলিল ছিঁড়ে ফেললে যে?

মণিকা। তোমার মত সত্যবাদীর কাছে আবার দলিলের দরকার কি?

ললিত। সত্যি কথা কোথায় শুনলে?

মণিকা। ওই যে টেবিলের তলায় ব'সে কি সব বলছিলে!

ললিত। সব শুনেছ?

মণিকা। স—ব।

ললিত। কি দুষ্টু! চল, যাই।

উভয়ের প্রস্থান

চন্দ্রনাথ, লোকেন ও হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। সব ফসকে গেল। দেখ, একেই বলে অদৃষ্ট। উঃ, শেষকালে আমারই বৈঠকখানায় ব'সে দুজনে বেশ প্রেম ক'রে গেল! আর আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরে!

চন্দ্রনাথ। মন্দ কি? আড়ালে ব'সে বেশ থিয়েটার দেখা গেল।

হর্ষনাথ। সব তোমার দোষ। কেন যে ছদ্মবেশ না প'রে এখানে এলে?

চন্দ্রনাথ। সারাদিন কি সঙ সেজে থাকা যায় মশাই?

হর্ষনাথ। যাক, এক কাজ কর। তুমি মেয়ে সেজে এস, তোমাকে যেতে হবে মেজর গুপ্তর কাছে। মোচড় দিয়ে চট ক'রে কিছু টাকা আদায় ক'রে আনতে পার কি না, দেখ। তারপরে বিকেলের গাড়িতে তুমি দেশে রওনা হও। আর আমি যাচ্ছি

মঞ্জরীর কাছে। ওকে ফসকালে চলবে না। দেখ, হাতে দুটো বাণ থাকবার কি সুবিধে!

চন্দ্রনাথ। চললাম।

প্রস্থান

হর্ষনাথ ও লোকেন কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল

লোকেন। শেষে তীরে এসে তরী ডুবল হে?

হর্ষনাথ। সেইজন্যেই তো লাফিয়ে ঘাটে উঠতে পারলাম, কিন্তু মাঝগাঙে ডুবলে কি কাণ্ড হ'ত বল তো?

লোকেন। দেখ, এখন মঞ্জরীকে আয়ত্ত করতে পার কি না।

হর্ষনাথ। সেটা অবশ্য হাতছাড়া হবে না।

লোকেন। তা নইলে মুশকিলে পড়বে। ওর সম্পত্তি যদি শিগগির না পাও, তবে পাওনাদারের তাড়ায় বিপদ হবে। সবাই থেমে আছে এইজন্যে যে, মঞ্জরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

হর্ষনাথ। তুমি যাও না ভাই, মোহনলাল-মাড়োয়ারীকে একবার সান্ত্বনা দিয়ে এস। ব'ল, বাবুর বে লাগল ব'লে।

লোকেন। বেশ, চললাম। তুমি চন্দ্রনাথকে দিয়ে মেজর গুপ্তর কাছ থেকে কিছু যদি বাগাতে পার, দেখ।

প্রস্থান

নারীবেশে চন্দ্রনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। বাঃ, কার সাধ্য তোমাকে পুরুষ ভাবে! এইবার এস দেখি, আমার কাছে ব'স। মেজর গুপ্তর কাছে গিয়ে এই রকম ভাবে গলায় হাত দিয়ে একখানা ছবি তুলবে। সবাই ভাববে, এরা প্রণয়ীযুগল।

গলায় হাত দিয়া উপবেশন

দ্রুত স্বরদাসবাবুর প্রবেশ

স্বরদাস। হর্ষনাথ, অ্যাঁ, একি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

হর্ষনাথ। [ উঠিয়া ] স্বরদাসবাবু, বসুন।

স্বরদাস। বসুন! ছিঃ ছিঃ! কি দেখলাম! এ তো স্বপ্নেও ভাবি নি, যুবতী স্ত্রীলোক নিয়ে তুমি—ওঃ!

হর্ষনাথ। স্বরদাসবাবু, ইনি স্ত্রীলোক নন।

স্বরদাস। [ রাগিয়া ] দেখ, আর মিথ্যা কথা ব'লে পাপ বাড়িও না। একে অনাচার, তাতে মিথ্যা কথা! আমি জানি, হর্ষনাথের স্বভাবচরিত্র ভাল, শেষে সেও—নাঃ, আর কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

হর্ষনাথ। ইনি স্ত্রীলোক নন।

স্বরদাস। আবার মিথ্যা কথা! বুড়ো হয়েছি ব'লে কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ চিনতে পারব না? হরি হরি, এরই সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম!

হর্ষনাথ। স্বরদাসবাবু, কথা শুনুন।

স্বরদাস। নাঃ, আর এখানে নয়। আর মেয়েগুলোই বা কি? ছি ছি ছি! এ দেশের কি হ'ল? যে দেশে সীতা সাবিত্রী শকুন্তলা মৈত্রেয়ী গার্গী, সেই দেশে—হায় হায় হায়!

মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। দেখুন, আমি পুরুষ সাজলেও বিপদ, নারী সাজলেও বিপদ, এখন করি কি?

হর্ষনাথ। আর আমার বিপদ দেখছ না? মণিকা তো ফসকে গেছেই, এবার বুঝি মঞ্জরীও যায়। আমি একবার স্বরদাসবাবুর বাসায় যাই।

মেজর গুপ্তর প্রবেশ

গুপ্ত। হর্ষনাথবাবু! একি, আপনি এখানে? আপনি জানেন হর্ষনাথ-বাবু, পুনর্ণবা একজনের বাগ্‌দত্তা, তাকে নিয়ে একাকী কি করা হচ্ছে? [ আস্তিন গুটাইয়া ] এক্সপ্লেন ইওর কন্‌ডাক্ট?

হর্ষনাথ। বসুন, বলছি। আপনি আমার বন্ধু হয়ে—

গুপ্ত। না, আমি আর আপনার বন্ধু নই; আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। আই চ্যালেঞ্জ ইউ, কি নেবেন? ছোরা, না পিস্তল?

হর্ষনাথ। কিছুই নয়।

গুপ্ত। ইউ মাস্ট।

হর্ষনাথ। [ হতভম্ব হইয়া ] ইনি একটা কাজে—

গুপ্ত। কোন কথা শুনতে চাই না। ছোরা-পিস্তলে অভ্যাস না থাকে, আসুন, মুষ্টিযুদ্ধ করুন।

হর্ষনাথ। আমি কিছুই করব না। ও আবার কি কথা?

গুপ্ত। [ রাগিয়া ] ইউ মাস্ট। আপনি আমার বন্ধু ব'লে পরিচয় দিতেন, স্কাউণ্ড্রেল, রাস্কেল, ঈডিয়ট!

হর্ষনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া

নিন, আরম্ভ করুন। এই নিন—স্ট্রেট লেফ্‌ট।

ঘুষি মারিলেন

হর্ষনাথ। কি বিপদ! মেজর গুপ্ত, ইনি স্ত্রীলোক নন।

গুপ্ত। আমি বিয়ে করি নি ব'লে কি স্ত্রীলোকও চিনি না? এই নিন—রাইট আউট।

আর এক ঘুষি

হর্ষনাথ। [কাঁদ-কাঁদভাবে] চন্দ্রনাথ, প্রাণ তো যায়, তুমি এক কাজ কর। নিজের মূর্ত্তিতে এঁকে একবার দেখা দাও।

চন্দ্রনাথের প্রস্থান

গুপ্ত। নন্সেন্স! আর এক ঘুষি দোব নাকি?

হর্ষনাথ। আর কিছু দরকার হবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

বসিয়া পড়িল

মশাই, পুনর্ণবা ওর নাম নয়। ও পুরুষমানুষ, নাম চন্দ্রনাথ।

গুপ্ত। এগেন? আমি আপনাকে উচিত শিক্ষা দোব। উঠুন শিগগির।

হর্ষনাথ শুইয়া পড়িল

চন্দ্রনাথের স্ববেশে প্রবেশ

হর্ষনাথ। [উঠিয়া বসিয়া] এবার বিশ্বাস হ'ল যে, ইনি মেয়ে নন?

গুপ্ত। একি! তাই তো! তা, এটাই যে এর ছদ্মবেশ নয়, তা বুঝব কি ক'রে?

হর্ষনাথ। এবার আমি নাচার। বিশ্বাস না হয়, ডাক্তারী মতে পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

চন্দ্রনাথ। গুপ্ত সাহেব, সত্যিই আমি পুরুষ।

গুপ্ত। মাই গড! হুঁ, অ্যানাটমি তো সেই রকমই দেখছি। পৃথিবীটা অদ্ভুত স্থান! আই বেগ ইওর পার্ডন। হর্ষনাথবাবু, এতে আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল, মানুষকে ভালবাসার জন্যে আমার জন্ম হয় নি। মাই গড! মানুষ জাতটাকে গল্‌স্টোনের মত অপারেশন ক'রে ফেলে দিলে, তবে যদি পৃথিবীর উপকার হয়। মাই গড! বেগ ইওর পার্ডন, জেণ্টল্‌মেন, বেগ ইওর পার্ডন।

ছড়ি নাচাইতে নাচাইতে প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। ঘুষিগুলো খুব লেগেছে নাকি ?

হর্ষনাথ। তুমি থাম। প'ড়ে মরুকগে ঘুষি। আমি চললাম সুরদাসবাবুর বাসায়। সেটা ফসকে গেলেই গেছি।

প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ, মঞ্জরী গান গাহিতেছিল

গান শেষ হইলে ছদ্মবেশে সনতের প্রবেশ

সনৎ। মঞ্জরী, মণিকার আর খবর পেলে ?

মঞ্জরী। আজ সে আসে নি। ললিতবাবুকে থামাতে পারলে না ?

সনৎ। নাঃ, সে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। দাঁড়াও, এগুলো খুলে পাশের ঘরে রেখে আসি আমি। দরজাটা বন্ধ কর।

উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ

মঞ্জরী। কিন্তু গুপ্ত সাহেব যে ক্ষেপে উঠলেন, তাই ভাবি। আমি তো ওই দাম্ভিক মেয়েটার মধ্যে কোন রূপ দেখতে পাই না।

সনৎ। মেয়েমানুষ কখনও দর্পণ ছাড়া আর কোথাও রূপ দেখতে পায় না।

মঞ্জরী। তোমাকেও কি পুনর্ণবার ছোঁয়াচ লেগেছে নাকি ?

সনৎ। আশ্চর্য্য কি ?

মঞ্জরী। তবে একখানা লাঠি এনে দিই, লেগে যাও। মেয়ে দেখলে তোমরা যে সব ভুলে যাও।

সনৎ। এত অহঙ্কার! কবি আর সাহিত্যিকরা মিলে তোমাদের মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে।

মঞ্জরী। নিশ্চয়ই। কুরুক্ষেত্র বল, আর লঙ্কাকাণ্ড বল, সকলেরই মূলে একজন স্ত্রীলোক।

সনৎ। একে বল বুঝি প্রশংসা? রূপক ভেঙে ওর সরল অর্থ হচ্ছে এই যে—ঝগড়া বাধাতে একটি মেয়ে দরকার।

মঞ্জরী। বা! তুমিই তো বললে, কবিরা আমাদের মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে।

সনৎ। দিয়েছে বইকি। তবে সেটা প্রশংসা ক'রে নয়, ঝগড়া করতে উৎসাহ দিয়ে।

মঞ্জরী। কিন্তু আর কতদিন এমন ভাবে চলবে? আমার সর্ব্বদা ভয় হয়, কখন যে ধরা পড়ি।

সনৎ। ধরা তো পড়তেই হবে। নালিশ করেছে, দরকার হ'লে বডি ওয়ারেণ্ট করবে, সব শুনেছ তো?

মঞ্জরী। ইস্, আমি হুকুম দিলে তো করবে! আমি একদিন সুবিধে পেলে দাদামশাইয়ের কাছে কথা পাড়ব।

সনৎ। তিনি শুনবেন?

মঞ্জরী। তুমি জান না, তিনি আমাকে কত ভালবাসেন? কেবল ঐ লোকটার পরামর্শে—

সনৎ। আমাকেও তো ভালবাসতেন।

মঞ্জরী। একদিন ধর না তাঁকে। সাদা মন, ধরলেই রাজি হবেন।

সনৎ। সুযোগ খুঁজছি। এত ব্যস্ততা কি? নালিশ ক'রে আমার বাড়ি-ঘর নেবে, তার আগে না হয় লোকটাকে নিলে—

মঞ্জরী। যাও, কি যে বল!

সনৎ। বাজে কথা যাক, যে জন্যে আমাকে মাইনে দাও, তাই করি। একটা গান শেখো।

মঞ্জরী। তোমার ও শ্মশান-বৈরাগ্যের গান করতে পারব না।

সনৎ। বেশ তো, একটা রংদার গান শেখো।

মঞ্জরী। বেশি জোরে নয় কিন্তু।

সনৎ চাপা সুরে গান ধরিল এবং মঞ্জরী তাহার স্বরে স্বর মিলাইয়া গাহিতে লাগিল। গান শেষ হইলে সনৎ বলিল

সনৎ। কি রকম লাগল?

মঞ্জরী। মন্দ নয়, কিন্তু সে রকম হ'ল না।

সনৎ। কোন্ রকম?

মঞ্জরী। সেই যে সেদিন শুনিয়েছিলে, পাখীর গান, জংলা পাখী।

সনৎ। না না, সেটা তো আধ্যাত্মিক গান নয়, তোমার দাদামশাই শুনলে কি ভাববেন?

মঞ্জরী। তিনি বাড়ি নেই। গাও না, লক্ষীটি।

সনৎ। বেশ, তুমি যখন মনিব, আদেশ অমান্য করি কেমন ক'রে?

সনৎ গান গাহিতে লাগিল

"জংলা পাখী পোষ না মানে
জংলা পোষা হ'ল দায়"

মঞ্জরী। ওই শোন, কে যেন আসছে! শিগগির অন্য একটা গান ধর।

সনৎ। কিছু তো মনে আসছে না।

মঞ্জরী। শিগগির, শিগগির, ওই যে এসে পড়ল!

সনৎ 'জংলা পাখী' গানটি খাঁটি রামপ্রসাদী সুরে গাহিয়া গেল, কেবল মাঝে মাঝে 'মা' 'শ্যামা' প্রভৃতি বসাইয়া দিল

বাহিরে স্থরদাসবাবু

স্থরদাস। মঞ্জরী, দরজাটা খোল তো।

সনৎ। [ চাপা গলায় ] আমার পরচুলা? দাড়ি? শিগগির ও ঘর থেকে আন।

মঞ্জরীর প্রস্থান, সনতের জোরে জোরে গান ও মঞ্জরীর পুনঃপ্রবেশ

মঞ্জরী। তাই তো! সেগুলো গেল কোথায়?

স্থরদাস। মঞ্জরী, মাস্টার মশাই, দরজা খুলুন।

সনৎ। [ রামপ্রসাদী স্থরে ] পরচুলা কই? মা, ওমা শ্যামা রে!

মঞ্জরী। বোধ হয় টম নিয়ে পালিয়েছে।

সনৎ। [ করুণতর রামপ্রসাদীতে ] ওমা শ্যামা, আমার সব নিলি তুই, এখন এ বিপদে রক্ষা কর।

স্থরদাস। এত দেরি কেন? দরজা খুলুন।

সনৎ। আজ্ঞে, দাঁড়ান। ছিটকিনিটা বেজায় আটকে গেছে।

মঞ্জরী। [ ব্যাকুলভাবে ] টম, টম, আয়। লক্ষ্মী টম, শিগগির আয়।

স্থরদাস। দরজা এত আটকে গেল কেন?

সনৎ। কেমন ক'রে বলব বলুন। আধ্যাত্মিক গানেই বোধ হয়। [ চাপা গলায় ] টম এল?

মঞ্জরী। না।

দরজা ধরিয়া টানাটানিতে ছিটকিনি খুলিয়া গেল। স্থরদাসবাবু প্রবেশ করিলেন

স্থরদাস। একি! তুমি, সনৎ! মাস্টার কই?

সনৎ। তাই তো!

স্থরদাস। [ বিস্মিতভাবে ] তুমি এলে কি ক'রে?

সনৎ। তাই তো, আমি এলাম কি ক'রে ?

সুরদাস। মঞ্জরী, সনৎ এল কেমন ক'রে ?

মঞ্জরী। কি জানি, আমি তো বুঝতে পারছি না।

সুরদাস। তোমরা তো ছেলেমানুষ, তোমরা বুঝবে কেমন ক'রে ? আমিই যে বুঝতে পারছি না।

ললিত ও মণিকার প্রবেশ

মণিকা। একি, সনৎবাবু যে !

মঞ্জরী। একি, ললিতবাবু যে !

সুরদাস। আরে, তোমাদের আবার মিল হয়েছে ? শুনলাম, ঝগড়া করেছ ?

ললিত। আজ্ঞে, সে একটা বোঝবার ভুল হয়ে গিয়েছিল ; মাস্টার গেলেন কোথায় ?

সুরদাস। আমি তো বুঝতে পারছি না।

সনৎ। আমিও না।

মঞ্জরী। আমিও না।

মণিকা। আমিও না।

ললিত। আমিও না।

সুরদাস। [ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ] দাঁড়াও, একটু ঠাউরে দেখি। সবই যে গোলমাল লাগছে ! সনৎকে বাড়ি আসতে দিই না, অথচ দেখি কিনা মঞ্জরী আর সে দিব্যি ঘরের ভেতর গান করছে !

সনৎ। আজ্ঞে, আধ্যাত্মিক গান।

সুরদাস। ললিত আর মণিকার বিয়ে ভেঙে গেল, দেখি, তারা মনের আনন্দে একসঙ্গে আছে ! বুড়ো দেখে এক মাস্টার আনলাম,

তার দাড়ির একটা চুলও দেখতে পাচ্ছি না! সব ধোঁয়াটে লাগছে। দেখ তো, দেখ তো ললিত, নাড়িটা ঠিক আছে কি না?

পুঁটির চুল-দাড়ি লইয়া প্রবেশ

পুঁটি। দিদিমণি, তোমার কুকুরটা, এই দেখ, কি সব নিয়ে পালাচ্ছিল!

সুরদাস। আরে, এই যে চুল-দাড়ি, কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়?

মঞ্জরী। [ সুরদাসবাবুর কোলের কাছে পড়িয়া ] দাদামশাই, মাপ কর। টম—

সুরদাস। কি সর্ব্বনাশ! তোর টম শেষকালে মাস্টারকে খেয়ে ফেললে নাকি? আমি বরাবর বলি, ও রকম বাঘা কুকুর বাড়িতে রাখিস না।

মণিকা। আমি বুঝতে পেরেছি দাদামশাই, মাপ করেন তো বলি।

সুরদাস। মাস্টারকে পেলে যে এখন সকলকেই মাপ করি। সে যে বড় ভাল লোক ছিল, আজ সন্ধ্যায় আমার বক্তৃতা শুনবে বলেছিল।

মণিকা। আপনি ঠকেছেন দাদামশাই। এই সনৎবাবুই মাস্টার।

সুরদাস। সনৎ মাস্টার!

মণিকা। হ্যাঁ, সেজে আসত।

সনৎ। আমাকে মাপ করুন।

সুরদাস। এঃ, আমার যে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে! তা ও রকম ক'রে সঙ সাজতে কেন?

সনৎ। আজ্ঞে, আসতে নিষেধ করেছিলেন, তাই—

স্থরদাস। আরে, আমি নিষেধ করব কেন? হর্ষনাথ যে নিষেধ করতে বলত। যা হোক, আচ্ছা ঠকিয়েছ দেখছি। আরে ভায়া, দরজা বন্ধ ক'রে কি পঞ্চশরের পথ বন্ধ করা যায়? যাক ভাই, তোমার ওপর অন্যের কুপরামর্শে অনেক অবিচার করেছি, মনে কিছু ক'র না। তোমার আরজিই বাহাল। আর হর্ষনাথের চরিত্র যে এমন খারাপ, তা জানতাম না। তার বাড়িতে হঠাৎ গিয়েছি, দেখি, এক সোমত্ত মেয়ে নিয়ে গলা ধ'রে ব'সে আছে! যাক, তোমরা ব'স। একসঙ্গে দুটো বিয়ের দিন ঠিক করতে হবে। আমি জানি কিনা, এ যার যা তা [illegible]। যে দেশে মনে কর, খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশেরই তো মেয়ে এরা।

প্রস্থান

চারিজনের উপবেশন

মঞ্জরী। মণিকা, তোর হারানিধি পেলি কি ক'রে ভাই?

মণিকা। ওই যে সোমত্ত মেয়েটির কথা শুনলে না—ওরই কৃপায়।

মঞ্জরী। কিছু যে বুঝছি না, স্পষ্ট ক'রে বল।

মণিকা। স্পষ্ট ক'রে পরে বলব। এখন এইটুকু শুনে রাখ যে, সেই মেয়েটি মেয়েই নয়।

মঞ্জরী। পুরুষ? সেই যে কি নাম—কি শাক যেন?

মণিকা। বলুন না ললিতবাবু।

ললিত। আর এঁর কথা কেন বলেন? ইনি পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরের কথা শুনে নিয়েছেন।

মঞ্জরী। সে আবার কি ?

মণিকা। পরে হবে এখন। ব্যাপার মন্দ নয়, কেউ দাড়ির আড়ালে, কেউ পর্দ্দার আড়ালে, কেউ শাড়ির আড়ালে—

সনৎ। আর ওই যে আসছেন, সর্ব্বনামের আড়ালে।

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ কোন কথা বলিল না। কেবল দেখিল, জুড়ি মিলিয়া গিয়াছে; তাহার স্থান এখানে নহে, সে একবার চারিদিকে দেখিয়া গমনোন্মুখ হইল

সনৎ। আসুন, আসুন হর্ষনাথবাবু। আমার সেই ঋণের কথাটা মনে করিয়ে দিতে এসেছেন বুঝি? তা সেটা শোধ ক'রে ফেলেছি। বিশ্বাস না হয়, আপনি আপনার এই দুটি ক্লায়েণ্টকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

মঞ্জরী ও মণিকাকে দেখাইয়া দিল

হর্ষনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার সকলকে দেখিল

ললিত। আর হর্ষনাথবাবু, আপনি তো আমার দানপত্রের কথা সবই জানেন। মণিকা আর আমি দুজনেই দুজনকে—

হাত নাড়িয়া সমর্পণের ভঙ্গি করিল

হর্ষনাথ। হুঁ। আচ্ছা।

হর্ষনাথ হনহন করিয়া চলিয়া গেল

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। বাবু, আপনি এখানে? আমি মাসখানেকের ছুটি নিতে এসেছি।

সনৎ। কেন?

ভজুয়া। আজ্ঞে, আমার সেই স্যাকরার ধারটা শোধ করতে হবে।

সনৎ। সে আমি শুধে দোব 'খন।

ভজুয়া। আজ্ঞে, সে আপনি শুধতে গেলে হবে না।

সনৎ। কি রকম ?

ভজুয়া। আজ্ঞে, পুঁটিকে বিয়ে করতে হবে। পুঁটি স্যাকরার মাসতুতো বোন কিনা, ওকে বিয়ে করলেই সব গোল মিটবে।

সকলের হাস্য

সনৎ। দেনা শোধের ভাল উপায় বের করেছিস।

ভজুয়া। আজ্ঞে বাবু, এক বাড়িতে দু নিয়ম কি ভাল দেখায় ?

সনৎ। যা যা, ফাজিল কোথাকার ! এখন বাড়ি যা।

ভজুয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিল

ললিত। তোমার চাকরটি তো বেশ !

মঞ্জরী। বাবুটি কি রকম !

সকলের হাস্য

ললিত। যাক ভাই, আজ এই পরম সুখের সময় তোমরা একটা বেশ রোম্যান্টিক গান গাও। আমি একটা গান রচনা ক'রে এনেছি।

সনৎ। তা বেশ, আমিও সুর দিয়ে ফেলছি ; কিন্তু সকলকে গাইতে হবে।

মণিকা। কিন্তু আমরা যে বেসুরো।

মঞ্জরী। সুরপতি যখন এতটা দয়া করেছেন, তখন তুচ্ছ গানের সুরও কি আজ মিলবে না ?

সনৎ। আরে, না মেলে পরস্পরের কণ্ঠ পাকড়ে ধরলেই চলবে। দাও হে ললিত, গানটা দাও। আরে, তুমি যে চারখানা কপি ক'রে এনেছ !

ললিত। ভাই, আমি বস্তুতান্ত্রিক, হিসেব ক'রে কাজ করি, তোমাদের মত তো আর কল্পনাবিলাসী নই। নাও, আরম্ভ কর।

সকলের গান

মণিকা ও ললিত পরস্পরের কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পার্শ্বে সনৎ ও মঞ্জরী পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া গাহিতে লাগিল

রূপে ও রূপায়
এই দু উপায়
প্রেম দেবতার আনাগোনা।
খনির সোনায়
হার সে মানায়
তনু দেহে যবে আনে সোনা।
প্রেম আর রূপে
চলে চুপে চুপে
বিশ্ব জুড়িয়া জাল বোনা।
ওগো মন্মথ,
শোভে তব পথ
অশ্রু-হাসির আলপনা।

সুরদাসের ব্যস্তভাবে প্রবেশ

সুরদাস। দেখ ললিত, সনৎ—

তখনও উহারা ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া। সুরদাসবাবু অপ্রস্তুতভাবে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন

ও! আচ্ছা, থাক। তোমরা বড় ব্যস্ত, সে পরে বলব।



যবনিকা

-